হামাসের সঙ্গে চুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে ইসরাইলিরা

সারে-জমিন

কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের বকেয়া বেতন দিতে নির্দেশ

রূপসী বাংলা

দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদকীয়

হাড়োয়ায় আইএসএফকে জেতানোর ডাক নওশাদের

সাধারণ

১২ ছক্কা ৪৬ চারে ৪২৬ রান, রেকর্ডে নাম লেখালেন যশবর্ধন

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১১ নভেম্বর, ২০২৪
২৬ কার্তিক ১৪৩১
৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 304 ■ Daily APONZONE ■ 11 November 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

হাড়োয়া ১২১ বিধানসভা উপ- নির্বাচনে-

মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জীর আশির্বাদ ধন্য

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ

সেখ রবিউল ইসলাম

কে

এই ভোট চিহ্নে দিয়ে

বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রচারে- আব্দুল হাই

হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা
উপপ্রধান, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (বারাসাত ২ নং ব্লক)
সাধারণ সম্পাদক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ⌟ বিরলাপুর রোড ⌟ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

উপ নির্বাচনের শেষ প্রচারে জমজমাট বাঁকুড়া

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আগামী ১৩ নভেম্বর বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচন। আগামীকালই শেষ হচ্ছে এই নির্বাচনের প্রচারপর্ব। তার আগে আজই শেষ রবিবার। রবিবার এমনিতেই ছুটির দিন থাকায় প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব পায়। আজ সাত সকালে তালডাংরা বিধানসভার সাঁকড়া গ্রামে হাজির হন তৃনমূল প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহ বাবু। সেখানে গ্রামের মহিলারা তাঁকে পুষ্প বৃষ্টি করে স্বাগত জানান। এদিন সকালে সাঁকড়া গ্রামের দুর্গা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি। কখনো দলের কর্মীর বাইকে চড়ে আবার কখনো পায়ে হেঁটে একের পর এক গ্রামে প্রচার শুরু করেন তিনি। প্রচারের মাঝেই তাঁর দাবী তিনি জিতেই গেছেন। তবু মানুষের কাছে তিনি যাচ্ছেন। ভোট প্রার্থনা করছেন। রবিবার থাকায় এদিন গ্রামে গ্রামে প্রচারের পাশাপাশি দলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার নির্বাচনী সভাতেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

সিরাতের মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা সম্পন্ন হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সিরাত সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনাল ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও রাজ্যের একাধিক জেলায় এই ট্যালেন্ট সার্চ এক্সাম ও ড্রয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । এদিন মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া হাওড়া, হুগলি, দক্ষিন ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা এবং মিশনে মোট খরচ ২৬ টি সেন্টারে মিশনের ৩৩৫ জন, মাদ্রাসার ৪০৫ জন, স্কুলের ৫২০ জন এবং নার্সারী স্কুলের ৭১৫ জন পড়ুয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে । সিরাতের রাজ্য সম্পাদক ও শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান বলেন, 'আমাদের সংস্থার নানাবিধ কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড হলো সিরাত ট্যালেন্ট সার্চ এক্সাম ও ড্রয়িং প্রতিযোগিতা ।

কলকাতা বিমানবন্দরে চেন্নাইগামী ইন্ডিগো বিমানে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা বিমানবন্দরে রবিবার বোমাতঙ্ক। চেন্নাই গামী ইন্ডিগো বিমান উড়ে যাওয়ার আগে বোমাতঙ্কের আতঙ্ক কলকাতা বিমানবন্দরে। বিমান দাঁড় করিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালালেও কিছু পাওয়া যায়নি। তল্লাশি তরুণ বিমান উড়ান দেরি হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে রবিবার দুপুরে হঠাৎ কলকাতা বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর চেন্নাইগামী একটি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই বিমানের যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয় বিমান থেকে। শুরু হয় তল্লাশি।
তিনটে নাগাদ বিমান ছাড়ার কথা থাকলেও তল্লাশির কারণে বেশ কিছুক্ষণ দেরি হয় ওই বিমানটি গন্তব্যস্থলে এর উদ্দেশ্যে রওনা দিতে। একটি উড়ো ফোন আসে। তাতেই বলা হয় বিমানে বোমা রয়েছে। এরপর এই বিমানের যাত্রীদের নামিয়ে বিমানটিকে একটি আইসোলেশনে নিয়ে গিয়ে তল্লাশি করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েক সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় বিমান সংস্থার কাছে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে টেলিফোনে। অন্তর্দেশীয় বিমান শুধু নয় আন্তর্জাতিক বিমানে বোমা রয়েছে বলে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। গত দু সপ্তাহে পাঁচশোর বেশি বিমানে বোমা থাকার হুমকি দেওয়া হয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরে আসা যাওয়া অন্তত সাতটি বিমানে বোমা তঙ্ক ছড়ানো হয়েছে। যদিও কোন বিমান থেকেই কোন বোমা উদ্ধার হয়নি। সব কোনগুলি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়। পরপর এই ধরনের বিমানে বোমাঙ্কের ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে কেন্দ্রের। কারা এই ভুয়ো আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তাদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজ মাধ্যমকে হাতিয়ার করে বোমাতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা দেশের সব বিমানবন্দরে নিরাপত্তা জোরদার করার তৎপরতা শুরু করেছে।

রাজনগরে সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্মেলন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রতি তিন বছর অন্তর সিপিআইএম এর এরিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই হিসেবে রবিবার রাজনগরের ডাকবাংলোয় নজরুল মঞ্চে রাজনগর সিপিআইএমের এরিয়া কমিটির তৃতীয়তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নগর এবং ব্রজমোহন মুখার্জি, অরুণ মিত্র, মতিউর রহমান,সেখ ইসলাম মঞ্চ। সি পি আই এম এর ১২৫ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে আজকের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শতকরা ৯০শতাংস কমিটির সদস্য উপস্থিত ছিলেন বাকিরা বয়স্ক ও অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত বলে দলীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য। সম্মেলনের প্রথমার্ধে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা কমরেড কালো কোড়া। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে সম্মেলন শুরু হয় দিনভর।
সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। যার মধ্যে উত্তম মিস্ত্রী পুনরায় সিপিআইএম রাজনগর এরিয়া সম্পাদক নির্বাচিত হন বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর তিন সদস্য শীতল বাউরি, জুরান বাগ্দী ও আনারুল হক। এছাড়াও ছিলেন সিপিআইএম জেলা কমিটির সদস্য শুকদেব বাগদী, বিদায়ী এরিয়া সম্পাদক উত্তম মিস্ত্রি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

শাসনে শেষ প্রচারে তৃণমূলের সভায় মন্ত্রী, বিধায়কসহ জেলা নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলাম এর সমর্থনে শেষ নির্বাচনী জনসভা হল শাসনে। শাসনের আমিনপুর বাজারে ফলতি বেলিয়াঘাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই সভা হয়।
বহু মহিলা তৃণমূল কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিভাজনের রাজনীতি করছে। তারা কোনো উন্নয়ন করছে না। বাংলার টাকা দিচ্ছে না। এদিকে আবার সিপিএম ও আইএসএফ হাত মিলিয়েছে। এসব করে কোনো লাভ নেই।
বাংলার উন্নয়নের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই যথেষ্ট বলে আশা প্রকাশ করেন সুজিত বসু।
এদিন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন সিপিএমের লাল পতাকা আর দেখা যাচ্ছে না। সিপিএমের পতাকার থেকে বিরিয়ানির হাড়িতে লাল কাপড় বেশি দেখা যাচ্ছে। এখন আবার খামের সঙ্গে তাঁরা যোগ দিয়েছেন বলে কটাক্ষ করেন খাদ্যমন্ত্রী। বিধায়ক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী বলেন বিজেপি বাংলার উপর রাম নবমী চাপিয়ে দিচ্ছে। বাঙালি সনাতনী হিন্দুদের দল নয় বিজেপি, বলে তিনি মন্তব্য করেন। তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলাম বলেন আমার বাবার ফেলে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজ আমি সম্পন্ন করতে চাই। আপনারা আমাকে দু হাত ভরে দুয়া আশীর্বাদ করুন। আগামী ১৩ নভেম্বর আমাকে ভোট দিন বলে তিনি আহবান জানান। এদিনের সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শম্ভু ঘোষ, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, বারাসাত দুই ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি ইফতিকার উদ্দিন, ফলতি বেলিয়াঘাটা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি তথা বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মেহেদী হাসান, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাই, ফলতি বেলিয়াঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান নজিবুর রহমান, জেলা পরিষদের সদস্য সাবিনা খাতুন, রেজাউল করীম সহ অন্যান্যরা।

কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের বকেয়া বেতন দেওয়ার নির্দেশ মাদ্রাসায়

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা ১৬৯ টি উচ্চ প্রাথমিক মাদ্রাসায় কর্মরত ১৬৯ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে বেতন বন্ধ ছিল। সমস্যায় পড়েছিলেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকারা। বকেয়া বেতন চালু করার দাবিতে বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের উদ্যোগে বেশ কয়েকবার আন্দোলনও সংঘটিত হয়েছিল। যদিও খুব একটা সুরাহা হয়নি। অবশেষে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা ১৬৯ টি উচ্চ প্রাথমিক মাদ্রাসায় কর্মরত ১৬৯ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি চুক্তির মেয়াদ আরও তিন বছর বর্ধিত করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা ১৬৯ টি উচ্চ প্রাথমিক মাদ্রাসায় কর্মরত ১৬৯ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এদের মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা । যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হয়েছিল

Workflow Based File Tracking System
Government of West Bengal
Finance - Group E

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিইআইডিসিএল) এর মাধ্যমে। মাদ্রাসায় কর্মরত এই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের দাবি ছিল গত ১৩ মাস ধরে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। তা সত্ত্বেও নিয়মিত ক্লাস এবং প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, ঐক্যশ্রী ইত্যাদি কম্পিউটারে কাজ নিয়মিত করতে হতো । বিষয়টি প্রশাসনিক মহলে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম আইসিটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি পূরণ কলকাতায় কয়েকবার আন্দোলন করেছিলেন।
সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. পি.বি সালিম নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর সাথে আইসিটি শিক্ষক-শিক্ষিকারা বৈঠক করে অভাব অভিযোগ সমস্যার কথা জানান। পি বি সেলিম বিষয়টি সমাধানেরও আশ্বাস দেন বলে সূত্রে খবর। পরবর্তীতে কয়েক মাসের ব্যবধানে চলতি সপ্তাহে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন পরিশোধ এবং তিন বছর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় খুশি ১৬৯ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষক। বর্ধমানের পারাজ হাই মাদ্রাসার আইসিটি শিক্ষিকা রুনা মণ্ডল বলেন, 'আমরা ২০১৮ সালে কোম্পানির মারফতে মাদ্রাসা গুলোতে ১৬৯ জন নিয়োগ হয়েছিলাম । কিন্তু পাঁচ বছর পর ২০২৩ সালে আমাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় । এমন অবস্থায় স্কুলগুলোতে একই ধরনের কাজে তাদের সরকারিকরণ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় । অথচ মাদ্রাসাতে কর্মরত আমরা বঞ্চিত হয়ে পড়ি । এমন অবস্থাতে আমাদের পাশে দাঁড়ায় বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম । দীর্ঘ লড়ায় আন্দোলনের পর আমরা সাফল্য অর্জন করলাম। ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকারকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মুখ্যসচিব পি. বি. সেলিম স্যারকে।'

বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম একসঙ্গে কাজ করানোর নয়া প্রয়াস

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্যের সব বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একযোগে কাজ করার প্রাথমিক সম্মতি মিলল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতম চিকিৎসা বিষয়কেও চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস নিচ্ছেন রাজ্য সরকার।
সেই প্রয়াসে এবার সহযোগী হিসাবে এগিয়ে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছে প্রাইভেট নার্সিংহোমস এন্ড হসপিটালস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশানের সদস্যরা। শনিবার প্রাইভেট নার্সিংহোমস এন্ড হসপিটালস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশানের যুগ্ম সম্পাদক তাহের শেখ ও উপদেষ্টা এবং অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি মোহম্মদ বাকিবুল্লাহ মোল্যা রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্য সচিব ড. মনোজ পন্থ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ও এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বৈঠকের পর তাহের শেখ জানান যে অত্যন্ত

ফলপ্রসূ এই আলোচনাতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে গত ৭ নভেম্বর বিধাননগরে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি মঞ্চে প্রাইভেট নার্সিংহোমস এন্ড হসপিটালস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশানের ৫০০ জনেরও বেশি সদস্যদের উপস্থিতিতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে আগামীদিনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে এবং তাদের সহযোগিতায়, সমন্বয় স্থাপন করে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। সেদিন এই নতুন সোসাইটির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে ১১জনের এক বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়। রাজ্য সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে এক জায়গায় আনার লক্ষ্যে আগামী ২০ নভেম্বর উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে সিনারর্জি টাওয়ারে আরো এক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। এই নবগঠিত এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা মন্ডলী সদস্য মলয় পীট বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বাস য আমরা সকলে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে সোসাইটি গঠন করে আগামীদিনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে ও তাদের সহযোগিতায়, সমন্বয় স্থাপন করে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারব।"

জেলা জমিয়তের উদ্যোগে ওয়াকফ বিল বিরোধী সভা উস্থি ঘোলার মোড়ে

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তের নির্দেশে এবং মগরাহাট পশ্চিম ১ নম্বর ব্লক জমিয়াতের তত্ত্বাবধানে ঘোলার মোড় এলাকায় বিবেকানন্দ কেজি স্কুলের সন্নিকটে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।ওয়াকফ সংশোধনী বিল কি ও এর করণীয় কি?,নেশামুক্ত সমাজ ও সমাজ সংস্কারের পর্যালোচনা,ওবিসি সংক্রান্ত সহ আরো অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারের কালা কানুন বিলের বিরুদ্ধে এখানে আলোচনা সভা হয়।উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মগরাহাট ব্লক জমিয়তের সেক্রেটারী জাহাঙ্গীর,ও সঞ্চালন করেন মগরাহাট ব্লকের সেক্রেটারি মনিরুল ইসলাম, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুফতি আমিনুদ্দিন সাহেব দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের সম্পাদক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুফতি একরামূল (সাইখুল হাদিস মুরাদাবাদ মাদ্রাসা ইউপি), শাজাহান (মুরাদাবাদ ইউপি) ও মাওঃ নাঈম খান মেদিনীপুর। এছাড়া বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাঃ তৌহিদ আহমদ খান,

মাওঃ ইব্রাহিম, মাওঃ আবুল খায়ের, মাওঃ আমিনুল, উকিল আঃ মোমেন, মাওঃ ওলিউল্লাহ, ফরিদ উদ্দিন সর্দার, মাওঃ খালিদ হালদার, মাওঃ হাফিজুল, মুফতি সাবির, মাওঃ আব্দুল্লাহ, হাজী শাজাহান, হাফেজ মোশাররফ হোসেন, মাওঃ জিয়াউল হক কাসেমী ফলতা ব্লক, কাজী এনামুল হক, মাঃ আবুল হাসেম লস্কর,জাহাঙ্গীর দেওয়ান আজাদ বার্তার সম্পাদক সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বহু মানুষের সমাগমে জোহরের নামাজ ও মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ সাহেবের আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে এই সচেতনতা শিবির শেষ হয়। মুফতি আমিনুদ্দিন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমানদের উপেক্ষা করে ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি অসাংবিধানিক বিল আনছে,এটা আমাদের বিশ্বাস ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এখন আমাদের মসজিদে,মাদ্রাসা ও কবরস্থান সহ ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গুলোর উপর বুলডোজার চালানো হবে,নিশ্চই তা আমরা সহ্য করতে পারব না। তারই আগে সকল মাজহাব, মাসলাম ভুলে ঐক্যদ্ধ গড়ে তুলে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে এই জাতি উঠে দাঁড়াবে, আমরা এগিয়ে এবং রাজপথে নামব,এই স্বৈরাচারী সরকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। ব্লক সেক্রেটারি মনিরুল ইসলাম তিনি বলেন ওয়াকফ সম্পত্তি আমদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া একটা আমানত স্বরূপ,কেউ আমাদের কাছে থেকে কেড়ে ও ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

নবগ্রামের স্কুলে কেরিয়ার কাউন্সেলিং

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে কেরিয়ার কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত হল নবগ্রামে। রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম ব্লকের বিবেক মুক্ত মঞ্চে নবগ্রাম বিধান সভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডলের উদ্যোগে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত একদিনের ফ্রী ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং অনুষ্ঠিত হল।
ফ্রি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এ নবগ্রাম ব্লকের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলের ২০টি বিদ্যালয় থেকে আগত স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে কোন কোন বিষয় নিয়ে কি ভাবে পড়াশুনা করা যাবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে ছাত্রদের সুবিধার্থে কিভাবে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কন্যাশ্রী প্রকল্প সহ বিভিন্ন স্কলারশিপ নিয়ে আলোচনা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডাম্পারের ধাক্কায় মহিলা সিভিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রাতের শহরে হাওড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলা সিভিক পুলিশের। হাওড়ার মল্লিক ফটক এলাকার বাসিন্দা রুমকি হাজরা, বি গার্ডেন এলাকায় ডিউটি করে শনিবার রাতে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ফোরশোর রোডে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। পিছন থেকে একটি ডাম্পার এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রুমকির দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি ট্রাফিক সহ একাধিক আধিকারিকরা। ঘাতকক ডাম্পারটি আটক করেছে পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছেন চালক।

বালুরঘাটে পথ অবরোধ কর্মসূচিতে শামিল জেলা মহিলা কংগ্রেস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পথ অবরোধ কর্মসূচিতে শামিল মহিলা কংগ্রেস। আরজিকর কাণ্ডে দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি ও তদন্তে সিবিআইয়ের টালবাহানার প্রতিবাদে রবিবার পথ অবরোধ করে জেলা মহিলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। বালুরঘাটে আর্য সমিতি এলাকায় চলে এই পথ অবরোধ কর্মসূচি। পথ অবরোধের পাশাপাশি এদিন ধিক্কার মিছিল বের করা হয় মহিলা কংগ্রেসের তরফে। এদিনের এই পথ অবরোধ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী পাপিয়া বর্মন, জেলা কংগ্রেসের সদস্য গোপাল দেব সহ আরো অনেকে। পথ অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বালুরঘাট থানার পুলিশ।
এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সদস্য গোপাল দেব জানান, 'অভয়ার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে টালবাহানা চলছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে বিচারকে কুলুষিত করছে। বিচার যাতে সুষ্ঠুভাবে না হয়, সেই চেষ্টা করছে। সিবিআই এর ব্যর্থতা এবং মোদি ও মমতা'র বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। আমরা মনে করি সঞ্জয় রায় একা দোষী নয়। আরো অনেকে রয়েছে যাদের কথা সামনে আসছে না। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য এলেন কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না।'

ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বিশেষ সভা লালবাগে

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো রবিবার। এদিন লালবাগ সেমিনার হলে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু সচেতনতা এবং সাইবার ক্রাইম সচেতনতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়ার্টার মাজিদ ইকবাল আইপিএস, লালবাগের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অকলকর রাকেশ মহাদেব, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর, জেলা পরিষদ সদস্য মগরেব সরকার সহ অন্যান্য অতিথিরা।
অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'বাল্যবিবাহ রোধ, সাইবার সচেতনতা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। ডেঙ্গু সচেতনতার বিষয়ে মানুষকে সজাগ করতে ৩২০ জনকে মশারী প্রদান করা হয়েছে।'

হামাসের সঙ্গে চুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে ইসরাইলিরা

সারে-জমিন

কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের বকেয়া বেতন দিতে নির্দেশ

রূপসী বাংলা

দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদকীয়

হাড়োয়ায় আইএসএফকে জেতানোর ডাক নওশাদের

সাধারণ

১২ ছক্কা ৪৬ চারে ৪২৬ রান, রেকর্ডে নাম লেখালেন যশবর্ধন

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১১ নভেম্বর, ২০২৪
২৬ কার্তিক ১৪৩১
৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 304 ■ Daily APONZONE ■ 11 November 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মাধ্যমিকের ফর্ম পূরণ এবার থেকে অনলাইনে

আপনজন ডেস্ক: অনলাইনের যুগে এবার আরও আধুনিক হয়ে উঠছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে লিখে মাধ্যমিকের ফর্ম পূরণ করতে হবে না, ফর্ম পূরণ করতে হবে অনলাইনে। আগামী ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অনলাইন ফর্ম পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সূত্র জানিয়েছে, আর হাতে লিখে নয়, এবার ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ওই পরীক্ষায় যেসব পড়ুয়া বসবে তাদের নাম নথিভুক্তকরণ বা রেজিস্ট্রেশন আর অফলাইনে হবে না, হবে পুরোপুরি অনলাইনে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২ ডিসেম্বর বেলা ১১টা থেকে অনলাইনে ফর্ম পূরণের আবেদন শুরু হবে। শেষ হবে ১৮ ডিসেম্বর রাত ১২ টায়। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে গিয়েই নির্দিষ্ট ফর্ম মিলবে। সেটাই পূরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পর্ষদের ক্যাম্প অফিসগুলোতে আর ফর্ম পাওয়া যাবে না।

বুলডোজার অভিযান একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়: সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: নাগরিকদের সম্পত্তি ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করা যায় না এবং আইনের শাসনের অধীনে "বুলডোজার বিচার" একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, এই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট । সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, বেআইনি দখলদারিত্ব বা বেআইনিভাবে নির্মিত কাঠামো সরাতে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে রাজ্যকে অবশ্যই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
তিনি বলেন, আইনের শাসনে বুলডোজারের বিচার একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ বলেছে, 'যদি ৩০০এ ধারার অধীনে সম্পত্তির অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে অনুমোদন দেওয়া হয়, তবে তা একটি মৃত অক্ষরে পরিণত হবে।
সংবিধানের ৩০০ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
২০১৯ সালে উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলায় একটি বাড়ি ভাঙা সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালত এই রায় দেয়। রাজ্য যে গোটা প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছিল তা নিয়ে বেঞ্চ উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, রাস্তা প্রকল্পের জন্য যাঁর বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছিল, তাঁকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
বুলডোজার দিয়ে বিচার কোনো সভ্য আইনশাস্ত্র ব্যবস্থার অজানা।
৬ নভেম্বর দেওয়া রায়ে বলা হয়েছে, যদি রাষ্ট্রের কোনও শাখা বা উচ্চপদস্থ অফিসার বেআইনি আচরণের অনুমতি দেন তবে তা নাগরিকদের সম্পত্তি ধ্বংস করা প্রতিশোধ হিসেবে পরিগণিত হবে।
নাগরিকদের কণ্ঠরোধ করে তাদের সম্পত্তি ও বাড়ি ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে দমন করা যাবে না। প্রধান বিচারপতির রায়ে বলা হয়েছে, একজন মানুষের চূড়ান্ত নিরাপত্তা হল তার বাড়ি। ৬ নভেম্বরের রায়, যা পরে শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়, তাতে বলা হয়েছে, আইন নিঃসন্দেহে সরকারি সম্পত্তির বেআইনি দখলদারিত্বকে সমর্থন করে না।
বেঞ্চ বলেছে যে পৌর আইন এবং নগর-পরিকল্পনা আইন রয়েছে যাতে অবৈধ দখলদারিত্ব মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত বিধান রয়েছে। যেখানে এ ধরনের আইন আছে, সেখানে রক্ষাকবচ অবশ্যই পালন করতে হবে। আমরা নাগরিকদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে পদ্ধতিগত সুরক্ষার কিছু ন্যূনতম থ্রেশহোল্ড রাখার প্রস্তাব করছি যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
এতে বলা হয়েছে, যে রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এই ধরনের বেআইনি কাজ পরিচালনা করেন বা অনুমোদন দেন তাদের বিরুদ্ধে

অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাদের আইন লঙ্ঘন অবশ্যই ফৌজদারি নিষেধাজ্ঞার আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা অবশ্যই আদর্শ হতে হবে। সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি সংক্রান্ত যে কোনও পদক্ষেপকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে। বেঞ্চ বলেছে, রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রকল্প অনুসরণ করার আগে, রাজ্য বা তার প্রশাসনকে অবশ্যই সরকারি রেকর্ড বা মানচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে রাস্তার বিদ্যমান প্রস্থ নির্ধারণ করতে হবে।
বেঞ্চ বলেছে, বিদ্যমান রেকর্ড বা মানচিত্রের রেফারেন্স সহ বিদ্যমান রাস্তায় কোনও দখল হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যকে অবশ্যই একটি সমীক্ষা বা সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।
এতে বলা হয়েছে, যদি কোনও দখলদারিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তবে রাজ্যকে অবশ্যই দখলদারদের জবরদখল অপসারণের জন্য যথাযথ লিখিত নোটিশ জারি করতে হবে।
বেঞ্চ বলেছে, নোটিশের যথার্থতা বা বৈধতা সম্পর্কে নোটিশগ্রহিতা যদি কোনও আপত্তি উত্থাপন করেন, তবে সাধারন ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মেনে স্পিকিং অর্ডারের মাধ্যমে আপত্তির সিদ্ধান্ত নিন।
এতে বলা হয়েছে, যদি আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ সরবরাহ করতে হবে যার বিরুদ্ধে বিরূপ পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাজ করতে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আদালতের আদেশ দ্বারা নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আইন অনুসারে দখল অপসারণের জন্য অগ্রসর হতে হবে। যদি রাস্তা সংলগ্ন রাজ্যের জমি সহ রাস্তার বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তবে রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ শুরু করার আগে আইন অনুসারে জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্যকে পদক্ষেপ নিতে হবে।
বেঞ্চ বলেছে, শীর্ষ আদালতের রেজিস্ট্রার (বিচার বিভাগীয়) তার রায়ের একটি অনুলিপি সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিবদের কাছে প্রেরণ করবে যাতে সাধারণভাবে রাস্তা প্রশস্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা পদ্ধতি সম্পর্কিত জারি করা নির্দেশাবলি মেনে চলা নিশ্চিত করা যায়।
উত্তরপ্রদেশ সরকারের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বেআইনি ধ্বংস সংক্রান্ত গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সব আধিকারিক এবং বেআইনি ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে।
৬ নভেম্বর এই মামলার শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারকে "অবৈধ" ধ্বংসের জন্য ভর্ৎসনা করেছিল। তিনি বলেন, আপনারা বুলডোজার নিয়ে এসে রাতারাতি স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিতে পারেন না। পরিবারকে খালি করার সময় দেন না। বাড়ির ভিতরে গৃহস্থালির জিনিসপত্রের কী হবে?" রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীকে মৌখিকভাবে বলেছিল বেঞ্চ। এদিন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, বেআইনিভাবে নির্মিত কাঠামো উচ্ছেদের আগে যতাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আদলে মহারাষ্ট্রে মহিলা ভাতা মাসে ৩ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি এমভিএ-র

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রবিবার 'মহারাষ্ট্রনামা' শিরোনামে মহা বিকাশ আঘাদির (এমভিএ) ইশতেহার প্রকাশ করেছেন, যা মহারাষ্ট্রের অগ্রগতির পাঁচটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি গ্যারান্টি দেয় - কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্প ও কর্মসংস্থান, নগর উন্নয়ন, পরিবেশ এবং জনকল্যাণ। মিঃ খাড়গে বলেছিলেন যে মহালক্ষ্মী প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের মহিলাদের মাসিক ৩,০০০ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ঘোষিত বিনামূল্যে বাস যাত্রা করা হবে।
কৃষকদের জন্য ৩ লক্ষ পর্যন্ত ঋণ মকুব এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধের জন্য ৫০,০০০ প্রণোদনা ছাড়াও, এমভিএর 'মহারাষ্ট্রনামা' বিদ্যমান প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা এবং কৃষক আত্মহত্যার দ্বারা প্রভাবিত পরিবারের বিধবা ও শিশুদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। মহিলা ভোটারদের জন্য, এমভিএ ইস্তাহারে 'নির্ভয়া মহারাষ্ট্র' নীতি প্রণয়ন এবং মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য শক্তি আইন প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ইশতেহারে ৯ থেকে ১৬ বছর বয়সী মেয়েদের বিনামূল্যে জরায়ু ক্যান্সারের টিকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।
এমভিএ ক্ষমতায় এলে মহিলা কর্মীরা দু'দিনের 'পিরিয়ড লিভ' পাবেন। প্রতি বছর ৫০০ টাকা করে ছয়টি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারও কার্ডে রয়েছে। বিরোধীদের ইস্তাহারে জাতিভিত্তিক জনগণনা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়নের জন্য একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং শিশু কল্যাণের জন্য একটি নিবেদিত মন্ত্রক গঠনেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ইস্তাহারে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ায় প্রত্যেক মেয়েকে ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০৪ সংখ্যা, ২৬ কার্তিক ১৪৩১, ৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

ভীতি প্রদর্শনের সংস্কৃতি

গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হইল 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার', তথা ভয় হইতে মুক্তি। কিন্তু ভয় হইতে মুক্তি আমাদের কবে মিলিবে? ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট তাহার স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণে যে 'ফোর ফ্রিডমস' বা চারটি স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন, তাহার মধ্যে রহিয়াছে-মতপ্রকাশ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং দারিদ্র্য ও ভয় হইতে মুক্তি। আর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক যে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়, সেইখানে এই 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার'-এর কথাও বলা হয়। কেননা ভয় তথা ভয়ের পরিবেশ যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির প্রতিবন্ধক। ভয়ভীতির মধ্যে থাকিয়া মানুষ সুষ্ঠু ও সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিবার কথা চিন্তা করিতে পারে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আজ ভয়ের সংস্কৃতি জাঁকিয়া বসিয়াছে মারাত্মকভাবে। সেইখানে পদে পদে বিরাজ করিতেছে ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। বিশেষত ভয়ভীতি প্রদর্শনের রাজনীতি হইতে তাহাদের যেন কোনো পরিত্রাণ নাই।

বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের সময় দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা এমন ভাষায় কথা বলেন, যাহার মাধ্যমে প্রকারান্তরে ভোটারদের প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যেইভাবে পক্ষ-বিপক্ষ তুলিয়া গালাগালি ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, তাহাতেও অনেকে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। উন্নয়নশীল দেশ তো বটে, সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো উন্নত দেশেও এমন পরিস্থিতি লক্ষ করা গিয়াছে। শুধু নির্বাচনের সময় নহে, সারা বৎসরই উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতির একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হুমকি-ধমকির মাধ্যমে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা। এমন কথাও বলিতে শুনা যায় যে অমুককে ও তাহাদের দোসরদের গ্রেফতার করা না হইলে জনগণ আইন হাতে তুলিয়া লইবে। অথচ একদা তাহাদের উপরও আইন হাতে তুলিয়া লইবার নজির রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হন। এখন তাহাদের মুখে একই রকম কথার প্রতিধ্বনি কি শোভা পায়? ইহা ছাড়া 'সমুচিত' জওয়াব দেওয়া হইবে কিংবা অমুকের রাজনীতিতে কোনো জায়গা নাই ইত্যকার কথাবার্তায় জনমনে ভীতি ছড়ানো ছাড়া ইহার উদ্দেশ্যই-বা কী? এই দিকে প্রতিপক্ষও কম কীসে? তাহারাও হুংকার ছাড়েন এই বলিয়া যে, সাহস থাকিলে তাহারা তাহাদের এলাকায় আসুন। ইহাতে কেহ ফেরত যাইতে পারিবেন না। অর্থাৎ তাহারা প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। প্রতিপক্ষকে তাহারা পরগাছার সহিত তুলনা করেন, যাহাদের নিজস্ব কোনো শক্তি নাই। এইভাবে রাজনৈতিক ময়দানে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতাকে যে বিনষ্ট করিবার অপপ্রয়াস চলে, তাহাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

ভয়ভীতির সংস্কৃতি বজায় থাকিলে কোনো দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই সফল হইতে পারে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন: 'ভয় তার বাহিরেতে,/ ভয় তার অন্তরে,/ ভয় তার ভূত-প্রেতে/ভয় তার মন্তরে।' অর্থাৎ উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলিতে ভয় কোথায় নাই? সকল খানেই ভয় আছে-কম আর বেশি। এই ভয়ের পরিবেশের সহিত অনেক সময় জড়িত থাকে ভূরাজনীতিও। তাই এই ভয়কে জয় করিতে হইলে গণতান্ত্রিক আচরণের কোনো বিকল্প নাই। এই জন্য সর্বত্র পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। আমাদের মানসিক ও আবেগীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমিতিবোধ ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া। অন্যের অধিকারের প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকা। নতুবা আমরা ভয়ের সহিত বসবাসের দুর্ভাগ্য হইতে কখনো মুক্তি পাইব না। এই ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যতই শুভবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবেন, ততই মঙ্গল।

জাতীয় শিক্ষা দিবস ও দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর সম্মানে প্রতি বছর ১১ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হয়। আসলে যেকোন দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা জরুরী যা যুগের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট। একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ এই নয় যে এটি তার শিকড় এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি প্রগতিশীল জাতির জন্য বহুজন সমাজের প্রয়োজনের সাথে বিকশিত হওয়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা থাকতে হবে। লিখেছেন **মাওলানা মহবুবুর রহমান।**

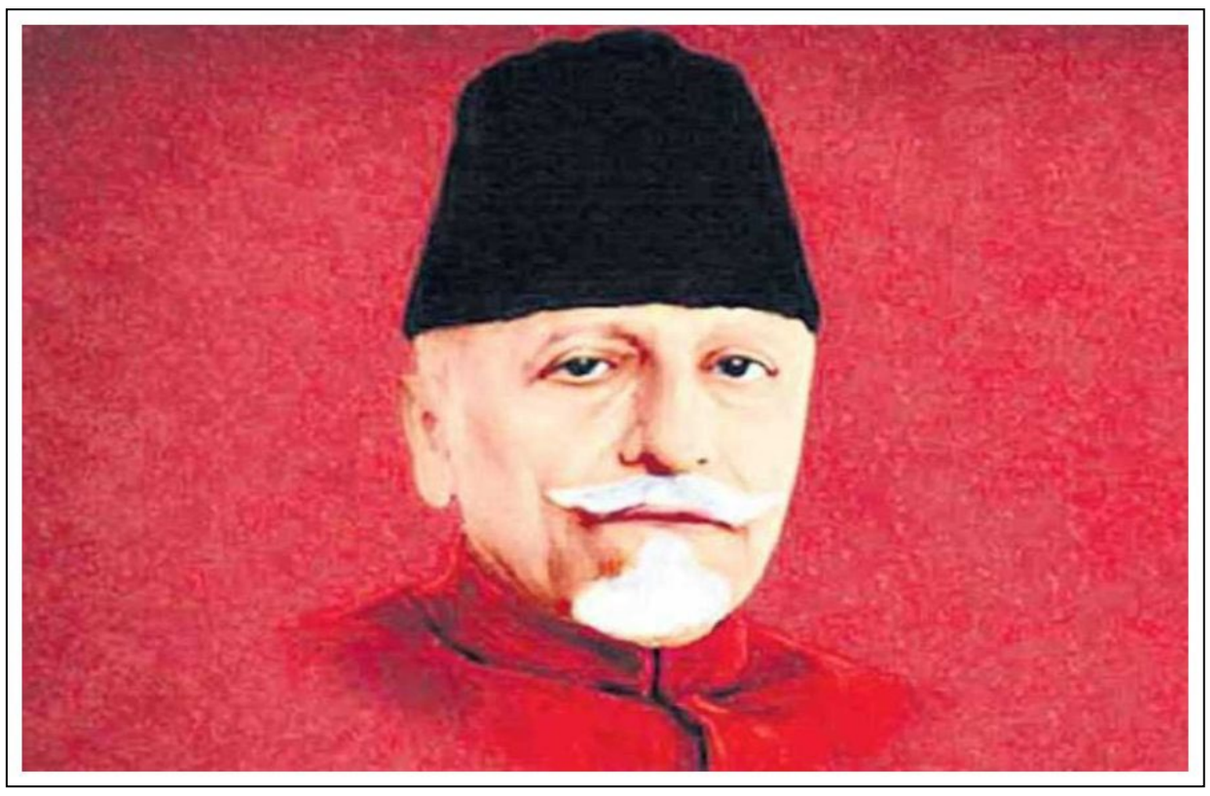

ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রহ: (মূল নাম মুহিউদ্দীন আহমদ) এর সম্মানে প্রতি বছর ১১ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হয়।

আসলে যেকোন দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা জরুরী যা যুগের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট। একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ এই নয় যে এটি তার শিকড় এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি প্রগতিশীল জাতির জন্য বহুজন সমাজের প্রয়োজনের সাথে বিকশিত হওয়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা থাকতে হবে। এরকম সার্বিক উত্তরণ ও উন্নয়ন মুখী একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সৃজনে ও বাস্তবায়নে মৌলানা আজাদের জুড়ি মেলা ভার। এক্ষেত্রে আজাদ অতুল্য ও অবিস্মরণীয়।

মৌলানা আজাদের অভিমত ছিল যে "শিক্ষাবিদদের উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধানের চেতনা, সৃজনশীলতা, উদ্যোক্তা এবং নৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতা তৈরি করা এবং তাদের রোল মডেল হওয়া উচিত"।

ভাষাগত দক্ষতার অভাব, সামাজিক শিষ্টাচার, শিক্ষা এবং অন্যান্য কারণগুলি ভারতীয়দের একটি অসুবিধায় ফেলেছে।

স্বাধীনতার আগে শিক্ষার অভাবের কারণে ভারতীয়রা অত্যন্ত বঞ্চিত এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অধঃপতনে ছিল। মৌলানা আজাদ এ সবের রিমেডি স্বরূপ একটি উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো তৈরি করেছিলেন,যা প্রণিধানযোগ্য।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (1888-1958), একজন দূরদর্শী নেতা, একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী। তাঁ অবদানকে সম্মান জানাতে, ভারত সরকার 11 নভেম্বরকে জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একজন সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং কট্টর জাতীয়তাবাদী। জনগণের স্বাধীনতা ও অগ্রগতির জন্য লড়াই করার জন্য কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে তাঁর একটি খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল।

তার দার্শনিক বুদ্ধি তাঁকে একজন রক্ষণশীলের পরিবর্তে একজন উদারপন্থী করে তোলে, যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। মৌলানা আজাদ সারা দেশে একাধিক স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

স্বাধীনতার পর, মৌলানা আজাদ 1958 সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন।দেশকে সেবা করেছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "আমাদের এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়, এটি প্রতিটি ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। মৌলিক শিক্ষা যা ব্যতীত তিনি নাগরিক হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারবেন না।

মৌলানা আজাদের প্রচেষ্টাই ভারতকে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। এ কারণেই শিক্ষা আজ প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তিনি গণসাক্ষরতা প্রচারও চালাতে চেয়েছিলেন যাতে সর্বাধিক মানুষ শিক্ষিত হতে পারে এবং পেশাদার হতে পারে যাতে সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অটুট থাকে।

সামাজিক কুফল দূর করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এবং নৈতিক -আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে ও বৈষম্য নির্মূলে তিনি একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেন, যার ভিত্তি ছিল নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ।

তিনি মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বজনীনকরণের ধারণার পক্ষে ছিলেন এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ধারণার প্রস্তাব করেছিলেন। আজাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক নাগরিক অধিকার করে তোলেন। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP) 2020 শিক্ষায় বহুভাষিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কথা বলেছে এবং এটিও রূপরেখা দিয়েছে যে যেখানেই সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মাতৃভাষা বা মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।মৌলানা আজাদ অনেক আগেই এ বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাকে একটি অবিচ্ছেদ্য সামগ্রিক এবং সেইসাথে সামাজিক বিপ্লবের একটি উপকরণ হিসাবে দেখেছিলেন, যা ক্রমাগত মানবজীবনকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে আরও ভাল কিছুর দিকে নিয়ে যায়।

ঐতিহাসিক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর তারিক মনসুর, যিনি নিজে একজন শিক্ষা সংস্কারক, বলেছেন "মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং তিনি প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত মহিলাদের শিক্ষা এবং বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জোরালো পক্ষে ছিলেন।"

মৌলানা আজাদ শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শগত সংস্কারের একটি রোডম্যাপ এবং একটি ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেননি, বরং বেশ কয়েকটি উদার শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন যা এখনও আধুনিক ভারতের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

মৌলানা আজাদ বেশ কিছু বিভাগ, কমিশন, বোর্ড, কাউন্সিল ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সর্বদা স্মরণীয় এবং কৃতিত্বের অধিকারী।

মাওলানা আজাদই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাঠামো সংস্কারের জন্য 1952 সালে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এছাড়াও তিনি সাহিত্য একাডেমী, সঙ্গীত নাটক একাডেমী, ললিত কলা একাডেমী এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদের মত প্রধান সাহিত্য, সাংস্কৃতিক এবং পণ্ডিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যও পরিচিত।

তাঁর দূরদর্শিতা এবং উদার আদর্শ বহু দশক ধরে ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে চলছে। মৌলানা আজাদ তাঁর শিক্ষাগত সংস্কারের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী এবং আধুনিক ভারতের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

আজকের এ মহৎ ক্ষণে এ মহামানবের তরে চিরকৃতজ্ঞ ভারতবাসীর তরফে জানাই অফুরন্ত ভালোবাসা ও অনন্ত শ্রদ্ধা। তাঁর চিন্তা ও দর্শন আঁকড়ে ধরে সুশিক্ষিত ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ জাতি গঠনের নিমিত্তে অগ্রসর হওয়াই ভাবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতির সোপান। জয় হিন্দ।

মৌলানা আজাদের প্রচেষ্টাই ভারতকে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। এ কারণেই শিক্ষা আজ প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তিনি গণসাক্ষরতা প্রচারও চালাতে চেয়েছিলেন যাতে সর্বাধিক মানুষ শিক্ষিত হতে পারে এবং পেশাদার হতে পারে যাতে সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অটুট থাকে। সামাজিক কুফল দূর করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এবং নৈতিক -আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে ও বৈষম্য নির্মূলে তিনি একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেন, যার ভিত্তি ছিল নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ। তিনি মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বজনীনকরণের ধারণার পক্ষে ছিলেন এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ধারণার প্রস্তাব করেছিলেন। আজাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক নাগরিক অধিকার করে তোলেন। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP) 2020 শিক্ষায় বহুভাষিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কথা বলেছে এবং এটিও রূপরেখা দিয়েছে যে যেখানেই সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মাতৃভাষা বা মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।মৌলানা আজাদ অনেক আগেই এ বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাকে একটি অবিচ্ছেদ্য সামগ্রিক এবং সেইসাথে সামাজিক বিপ্লবের একটি উপকরণ হিসাবে দেখেছিলেন, যা ক্রমাগত মানবজীবনকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে আরও ভাল কিছুর দিকে নিয়ে যায়। ঐতিহাসিক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর তারিক মনসুর, যিনি নিজে একজন শিক্ষা সংস্কারক, বলেছেন "মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং তিনি প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত মহিলাদের শিক্ষা এবং বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জোরালো পক্ষে ছিলেন।"

মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প-নীতির সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ

আবদেলাতিফ এল-মেনাউই

ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে ফেরার কারণে দেশগুলোর প্রত্যাশা ও পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি সামনে এসেছে। আগের মেয়াদে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অনেক দিক ঢেলে সাজিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। এবারও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। প্রথম প্রেসিডেন্সিতে মধ্যপ্রাচ্যে ঐতিহ্যগত কুটনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে বিশেষত ইরানের প্রতি কঠোর অবস্থানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন ট্রাম্প। ফলে তার প্রত্যাবর্তনের ফলে আরব নেতারা নিশ্চয়ই ট্রাম্প জমানার আগেকার সেসব নীতির দিকে দৃষ্টি দিতে চাইবেন। বিকশিত বা পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার বিষয়কে প্রাধান্য দেবেন। এ ধরনের প্রবণতা বিশ্বরাজনীতিতে সরল হিসাব বইকি। গাজা সংঘাত, লেবাননে ইসরাইলি সামরিক পদক্ষেপ এবং বিশেষত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিসহ বেশ কয়েকটি ইস্যু নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের অ্যাজেন্ডার একেবারে ওপরে থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়। নতুন মেয়াদে ট্রাম্প পূর্বসূরিদের কতটা ছাড় দিয়ে দেখবেন, তা সময়ই বলে দেবে। কারণ, ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির সূত্র ধরে হিসাব করলে, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মার্কিন স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখবেন বলে মনে হয়। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে মিত্র বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগের পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। আর সে ধরনের পরিস্থিতিতে আরব দেশগুলোর সামনে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ উভয়ই হাজির হবে। প্রথম বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের সবচেয়ে আলোচিত পদক্ষেপ 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'। এই চুক্তির ফলে ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান ও মরক্কোর মধ্যে সম্পর্ক বেশ স্বাভাবিক হয়ে আসে। পক্ষগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতাও বৃদ্ধি পায়। স্থিতিশীলতার জন্য এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু এ নিয়ে সমালোচনা থেমে থাকেনি। অনেকের দাবি, ইসরাইল-ফিলিস্তিনি সংঘাতের মতো মূল আঞ্চলিক সমস্যাগুলো সমাধান করার চেয়ে বরং অর্থনৈতিক লাভের জন্যই এ ধরনের চুক্তি করা হয়ে থাকে! সমালোচকরা আরো যুক্তি দেখান যে, ফিলিস্তিন সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের যত উদ্যোগই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং তাতে করে এ অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্য-নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল স্বভাবতই 'ইরান'। সে সময় বারাক ওবামা প্রশাসনের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। শুধু তা-ই নয়, ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব সীমিত করার প্রয়াসে তেহরানের ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিছু উপসাগরীয় দেশ ট্রাম্পের এ কৌশলকে সমর্থন করেছিল বটে। তবে একটি সময়ে এসে ঠিকই দেখা যায়, এতে করে বরং উত্তেজনা বেড়েছে, বেড়েছে সংঘর্ষের ঝুঁকি। জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যা এবং পরবর্তীকালে ওয়াশিংটন-তেহরান শত্রুতা বৃদ্ধির মতো ঘটনা ঘটেছিল এর পটভূমিতে। ট্রাম্প প্রায়শই মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই অঞ্চলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আমেরিকার বেশি নাক গলানোকে সরাসরি মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থি হিসেবে গণ্য করেন। ২০১৯ সালে উত্তর সিরিয়া থেকে তার মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘটনা এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নমুনা। সিরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের ফলে কিছু মার্কিন মিত্রের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক আরব নেতা মার্কিন সামরিক সহায়তার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ঘটনা এতটুকুতেই থেমে থাকেনি! 'বিকল্প নিরাপত্তাব্যবস্থা' অন্বেষণ করার চিন্তা পর্যন্ত করেছিল কিছু রাষ্ট্র। অভিযোগ করা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের গৃহীত নীতিগুলো স্পষ্টত ইসরাইলের পক্ষে ছিল। যেমন, ট্রাম্প প্রশাসন জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তর করে এবং গোলান মালভূমিতে ইসরাইলের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়। ট্রাম্পের এসব উদ্যোগ বিশেষ করে ভালোভাবে নেয়নি ফিলিস্তিনিরা। ফলে তার 'শান্তি থেকে সমৃদ্ধি' পরিকল্পনা ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। একে তারা পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করে। যাহোক, সংঘাত নিরসনে 'নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী' হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসরাইলের কৌশলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন মূলত আমেরিকার ভুমিকাকে খাটো করে ফেলেছে। এর ফলে এই বিভক্ত অঞ্চলকে আরো মেরুকরণ করা হয়েছে। এমন একটি প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউজে প্রত্যাবর্তন মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে আরব দেশগুলোর মধ্যে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে আরব দেশগুলো নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিতে ধারাবাহিকতা দেখতে পারে। আবার কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়তে পারে। ইতিমধ্যে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস চুক্তি সম্প্রসারণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। ফলে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রশ্নে এসব দেশ, বিশেষ করে-প্রযুক্তি, পর্যটন ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কিছু মার্কিন সুবিধা পেতে পারে। তবে ফিলিস্তিনি ইস্যু নিয়ে ট্রাম্প কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে অনেক আরব দেশ প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে বলে আশঙ্কার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ, দেশগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা ট্রাম্প এবং তার মিত্র আরব নেতাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে আগামী দিনগুলোতে। নতুন মেয়াদে ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি কমানোর চেষ্টা করতে পারেন। এর ফলে আঞ্চলিক দেশগুলোকে নিজেদের প্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতা জোরদার করার দিকে নজর দিতে হবে স্বাভাবিকভাবেই। নিরাপত্তার জন্য নতুন জোট গঠন করতে হবে। মার্কিন উপস্থিতি হ্রাস পেলে অন্যান্য বৈশ্বিক শক্তি, যেমন রাশিয়া ও চীনের হস্তক্ষেপ বাড়তে পারে এ অঞ্চলে।

বৈদেশিক নীতির 'হাতিয়ার' হিসেবে ট্রাম্প অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের জন্য সিদ্ধহস্ত। এ কারণে আরবের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো যদি কোনোভাবে মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থি কর্মকাণ্ড করে বসে, তাহলে আমেরিকার সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়বে। এ অবস্থায় উপসাগরীয় দেশগুলোকে তেলের উৎপাদনে 'সামঞ্জস্য' রাখার জন্য চাপ দিতে পারেন ট্রাম্প, যার ফলে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে। ট্রাম্প মার্কিন শক্তির স্বাধীনতাকে সমর্থন করলেও বিশ্ববাজারের আন্তঃসংযোগের প্রেক্ষাপটে আরব তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েই থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে, ট্রাম্পের নতুন মেয়াদে মধ্যপ্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় ফ্যাক্টর হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

নির্বাচনি প্রচারণার সময় ট্রাম্প 'জ্বালানির মাধ্যমে শান্তি'র ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। আরব ও মুসলিম নেতাদের তিনি এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হলে এই অঞ্চলের সংঘাতের অবসান ঘটানো হবে। অনেক আরবীয় মনে করেন, ডেমোক্র্যাট হিসেবে বাইডেন গাজায় সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার জন্য ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিতে ব্যর্থ। এক্ষেত্রে ট্রাম্প ভূমিকা রাখতে পারেন। আরব বিশ্ব জুড়ে ট্রাম্পকে একজন বাস্তববাদী ব্যবসায়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ কারণে অনেকের বিশ্বাস, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার স্বার্থেই মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর বিশ্বাস, ক্রমাগত সংঘাতের মধ্যে উন্নয়ন এবং উন্নত সম্পর্ক বিকশিত হতে পারে না। 'ব্যবসায়ী ট্রাম্প' নিজেও জানেন এই বাস্তবতা। এ দিক থেকে দেখলে, গাজা বা লেবাননের সংঘাতের লাগাম টানাই হবে ট্রাম্পের প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। বস্তুত, মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের নীতিতে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ উভয়ই রয়েছে। আরব নেতাদের উচিত হবে, এই সতর্কতাকে সফলভাবে নেভিগেট করা। সাব্য সুবিধাগুলোর সদ্ব্যবহার করেই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার কথা চিন্তা করতে হবে তাদের। যদিও ফিলিস্তিন ইস্যুর শান্তিপূর্ণ সমাধান না হলে কোনো প্রচেষ্টাই আলোর মুখ দেখবেনা।

লেখক: বৈশ্বিক সংঘাত বিষয়ক বিশ্লেষক, আরব নিউজ থেকে ভাষান্তর

প্রথম নজর

ঘানাকে পরিচ্ছন্ন করতে মাঠে নেমেছে ‘বাজ স্টপ বয়েজ’, প্রশংসিত হচ্ছে দেশজুড়ে

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ ঘানার শহর ও নগরীগুলিতে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ যখন পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে, তখন সেই আবর্জনাকে পরিস্কার করার জন্য এগিয়ে এসেছে “বাজ স্টপ বয়েজ” নামে তরুণদের একটি দল। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষকে নিয়ে গঠিত এই দলটি শুধুমাত্র পরিচ্ছন্নতার কাজই করছে না, বরং সচেতনতার বার্তা ছড়াচ্ছে দেশজুড়ে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হেনেবা কোয়াদো সারফো এই উদ্যোগের সূচনা করেন। কেবল পাঁচজন সদস্য নিয়ে শুরু করা এই দলের লক্ষ্য ছিল, শুধু রাস্তা পরিষ্কার নয়, বরং মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা। সারফো বলেন, “আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারলে একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যকর এবং গর্বিত ঘানা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।” বর্তমানে ঘানাতে প্রতিদিন প্রায় ১২,৭০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মাত্র ১০% সঠিকভাবে নিষ্পত্তি হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে সপ্তাহে দুই থেকে চার দিন “বাজ স্টপ বয়েজ” দলের সদস্যরা আক্রা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পরিষ্কার অভিযান পরিচালনা করেন। রাস্তাঘাট, নর্দমা, ফুটপাত এবং অতিরিক্ত ঝোপঝাড় পরিস্কার করাই তাদের কাজের মধ্যে অন্যতম। ৪০ জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক - নার্স থেকে কারিগর এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের এই উদ্যোগে যোগ দিয়েছেন। বাজ স্টপ বয়েজের কর্মতৎপরতায় প্রভাবিত হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী এবং মানবাধিকার কর্মী সিস্টার ডার্বি। তিনি নিজেও একদিন তাদের সঙ্গে একটি রাস্তার বাজার পরিষ্কার করতে অংশগ্রহণ করেন এবং ত্র ইন্সটাগ্রাম ও এক্স একাউন্টে ‘বাজ স্টপ বয়েজ’-এর প্রশংসা করেছেন।

অন্যদিকে জনপ্রিয় ডান্সহল তারকা শাট্টা ওয়ালে টিকটকের মাধ্যমে ৩০,০০০ সেডি সংগ্রহ করে তাদের জন্য সহায়তা প্রদান করেছেন এবং তার অনুরাগীদেরও এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন।এছাড়াও, সাবেক প্রেসিডেন্ট জন মাহামা এবং পরিবহন মন্ত্রী আসেনসু বোয়াকেয়ের মতো নেতারা তহবিল প্রদান করেছেন। জন মাহামা ৫০,০০০ সেডি এবং মন্ত্রী আসেনসু ১০,০০০ সেডি দান করেছেন। “বাজ স্টপ বয়েজ” নিরপেক্ষভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করছে।তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ঘানাকে পরিচ্ছন্ন রাখা। দলটির নেতা সারফো বলেন, “সরকারের দিকে চেয়ে না থেকে আমাদের নিজেরাই উদ্যোগ নিতে হবে।সুন্দর পরিবেশ ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব, তাই নিজ দায়িত্বে এটি রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য”,নইলে পরিবেশ ক্ষতির পরিণাম আমরাই ভোগ করব।

সৌদি আরবে ২০ হাজারের বেশি প্রবাসী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজারের বেশি প্রবাসীকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।

রোববার (১০ নভেম্বর) সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত এক সপ্তাহে অভিযান চালিয়ে ওই প্রবাসীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, গত ৩১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে ওই প্রবাসীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আবাসন আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় ১১ হাজার ৫২৩ জন, সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনে পাঁচ হাজার ৭১১ জন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে তিন হাজার ৫৪৪ জন রয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি সংস্থা যৌথ অভিযান চালিয়ে এই প্রবাসীদের গ্রেফতার করেছে জানিয়ে কর্মকর্তারা বলেছেন, অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে সৌদি আরবে প্রবেশের চেষ্টার সময় গ্রেফতার হয়েছেন এক হাজার ৫৬৯ জন। তাদের মধ্যে ২৪ শতাংশই ইয়েমেনি নাগরিক। এছাড়া ৭৩ শতাংশ ইথিওপিয়ান এবং বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক।

এদিকে অবৈধ উপায়ে সৌদি আরব ত্যাগের চেষ্টা করায় আরও ৬৩ জন প্রবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে আবাসন ও কর্মবিধি লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন এবং আশ্রয় দেয়া অভিযোগে সৌদিতে বসবাসরত ১৫ ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী।

হামাসের সঙ্গে চুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে ইসরাইলিরা

আপনজন ডেস্ক: গতকাল শনিবার হামাসের কাছে জিম্মি আটকের ৪০০তম দিন পূর্ণ হয়েছে। এ দিন জিম্মি মুক্তি বিনিময় চুক্তি নিশ্চিত করার দাবিতে তীব্র বিক্ষোভ হয়েছে ইসরাইলে। স্বজনদের দাবি, একমাত্র চুক্তিই তাদের প্রিয়জনকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারে। রোববার (১০ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আল জাজিরা। গত বছরের অক্টোবরে হামাসের হামলায় ইসরাইলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, কয়েক ডজন বেসামরিক ও সৈন্যকে হত্যা ও বন্দি করে গাজায় জিম্মি করে নেওয়া হয়। এসব জিম্মিদের রাখা হয়েছে, যেখানে এই অঞ্চলের চলমান সংঘর্ষ ও অবরোধের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। জিম্মিদের মধ্যে অনেককে গাজায় ভয়ানক পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয়, যা হামাসের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইলি বিমান হামলা এবং সামরিক অভিযান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ৪০০ তম দিন, জিম্মিদের পরিবারের জন্য জন্য হতাশার, আবেগেরও। অনেকেই কূটনৈতিক এবং সামরিক উপায়ে তাদের প্রিয়জনের মুক্তির পক্ষে কথা বলছেন। এই বিক্ষোভ থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে হতাশা প্রকাশ করেছেন তারা।

জিম্মি মুক্তি নিয়ে ইসরাইলি সরকার, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে উভয়ই চাপের মধ্যে রয়েছে। একদিকে, বন্দি বিনিময়ের জন্য জনসাধারণের আহ্বান এবং অন্যদিকে, এই ধরনের বিনিময় প্রক্রিয়ায় জটিল নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক প্রভাব মোকাবেলা করতে হচ্ছে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে।

স্পেনের রাস্তায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং জবাবদিহিতার আহ্বান জানাতে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেছে। স্থানীয় সময় শনিবার (৯ নভেম্বর) রাতে ভ্যালেন্সিয়া সিটি হলের সামনে দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বিক্ষোভকারীদের।

ভিডিওতে দেখা গেছে, আঞ্চলিক সরকারের কার্যালয়ের দিকে মিছিল করা বিক্ষোভকারীদের সরাতে পুলিশকে লাঠিপেটা করছে। লোকজনও পুলিশকে ধাওয়া দিচ্ছে এবং হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড দিয়ে পুলিশকে পেটাচ্ছে।

স্পেনে সম্প্রতি আকস্মিক বন্যায় সবশেষ ২১২ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। প্রায় ৮০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বহু বাড়িঘর ধংসের পাশাপাশি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দেশটিতে আঞ্চলিক সরকারগুলো প্রায়ই বেসামরিক সুরক্ষা পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত হয়ে আসছে।

ভ্যালেন্সিয়ার বর্তমান আঞ্চলিক নেতা রক্ষণশীল পপুলার পার্টির কার্লোস মাজন। তার প্রশাসন নাগরিকদের বন্যা সতর্কতা জারি করতে ব্যর্থ হয়। এরপর তার পদত্যাগের দাবি জোড়ালো হয়ে ওঠে। তবে কার্লোস মাজন যুক্তি দিয়েছেন, সঙ্কটের মাত্রা অপ্রত্যাশিত ছিল। মাদ্রিদের কর্তৃপক্ষ তার প্রশাসনকে পর্যাপ্ত সহায়তা এবং সময়মতো অবহিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু স্পেনের আবহাওয়া সংস্থা অনেকটা আগেই খারাপ আবহাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছিল। মাজন প্রশাসনের ‘উদাসিনতার ফলেই’ শহরের বাসিন্দাদের সেলফোনে সতর্কতা পাঠাতে এর চেয়েও ১২ ঘণ্টার বেশি সময় দেরি হয়ে যায়।

সেই সঙ্গে দুর্যোগকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের ধীরগতি ও ‘অসংগঠিত সাড়া দেওয়ার’ কারণে আঞ্চলিক নেতা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

ভ্যালেন্সিয়ার দক্ষিণ উপকণ্ঠে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে স্বেচ্ছাসেবীরাই প্রথম লোকজনকে সাহায্য করে। বন্যার্তদের সহায়তার জন্য পাঠানো হাজার হাজার পুলিশ বাহিনী ও সৈন্যদের পুরোপুরি একত্রিত করতেই সরকারের কয়েক দিন সময় লেগে যায়।

বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ প্রতিবাদী ব্যানারে লিখেছে, ‘তোমরা আমাদের হত্যা করেছ!’ অনেকেই মাজনের পদত্যাগের জন্য স্লোগান দেয় এবং কেউ কেউ তাদের ক্ষোভ দেখানোর জন্য কাউন্সিল ভবনের বাইরে কাদাযুক্ত বুট রেখে যায়।

আকিও কালচারাল ডেল পাইস ভ্যালেন্সিয়ানোর প্রেসিডেন্ট আনা অলিভার বলেন, এই দুর্যোগে দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে এসেছি।

এই সপ্তাহের শুরুতেও ভ্যালেন্সিয়াতে বিক্ষোভ হয়েছিল। রাজা ফেলিপে এবং প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ শহরের একটি শহরতলি পরিদর্শন করার সময় লোকেরা কাদা ছুঁড়ে মারে এবং ‘খুনি’ ‘খুনি’ বলে স্লোগান দেয়।

ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: বিশাল ব্যবধানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিরঙ্কুশ জয়ের পর ট্রাম্প যেমন অসংখ্য শুভেচ্ছা বার্তায় ভেসেছেন ঠিক তেমনই তার জয় হতাশার কারণও হয়ে উঠেছে অনেকের মাঝে। যার জেরে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পথে নামেন হাজার হাজার মানুষ। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ঘোষিত নীতির প্রতিবাদেই শুরু হয় এ বিক্ষোভ। রোববার দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, মূলত নারীদের গর্ভপাতের বিরোধিতা ও অভিবাসীদের দেশ ছাড়া করার প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্র করেই শনিবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিক্ষোভকারীরা। ফলে বেশ বিপাকেই পড়েছেন ট্রাম্প। বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ওয়াশিংটন ডিসি ও নিউইয়র্কেও। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীদের গর্ভপাতে অধিকার নিয়ে হুমকি, ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণহারে অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে এ বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভে অংশ নিতে নিউইয়র্ক, সিয়াটল ও ওয়াশিংটন ডিসিসহ অন্যান্য শহরের রাস্তায় নেমে আসেন শত শত মানুষ। বিক্ষোভে বিক্ষোভকারীদের ‘আমরা আমাদের রক্ষা করব, আমরা পিছিয়ে যাব না, নিউইয়র্কবাসীরা একসঙ্গে দাঁড়াও এবং আমরা এই ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াই করব’ লেখা বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করতে দেখা যায়। নিউইয়র্কে অংশ নেওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পরামর্শক গ্রুপের কর্মীরাও। তারা কর্মীদের অধিকার ও অভিবাসীদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের আশ্রয় নেওয়ার দাবি জানান। এছাড়া ওয়াশিংটন ডিসিতে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বাইরে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন সংগঠন ‘উইমেন্স মার্চ’র কর্মীরা। এছাড়া নারীদের পদযাত্রার মাধ্যমে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং অনেক নারী বিক্ষোভ যোগ দেন। এ সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু ছবিতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের হাতে ‘ভালো আচরণের নারীরা ইতিহাস তৈরি করেন না’, ‘আপনারা কখনোই নিঃসঙ্গ নন’, ‘যেখানে আমার পছন্দের অধিকার নেই, সেখানে কোথায় আমার স্বাধীনতা’ ইত্যাদি স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড।

ইরান যাচ্ছেন সৌদি আরবের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ ফায়াদ আল-রুওয়াইলি রোববার (১০ নভেম্বর) তেহরান সফর করবেন। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

ইরানের সংবাদমাধ্যম বলছে, সফরকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফায়াদ বিন হামেদ আল-রুওয়াইলি ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল মোহাম্মাদ হোসেইন বাঘেরির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প আরব দেশগুলো এবং ইরানের আঞ্চলিক চিরশত্রু ইসরায়েলের মধ্যে স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ নেন, যা ‘আব্রাহাম চুক্তি’ নামে পরিচিত।

সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করলেও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার গত কয়েক বছরে একাধিকবার ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে এ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, তেহরান ও রিয়াদ ২০২৩ সালের মার্চে চীনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে সাত বছরের বৈরিতার পর সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাস

আপনজন ডেস্ক: আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টে গাজায় গণহত্যায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব পাস করেছে। এ ঘটনা দেশটির ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নীতি থেকে একধাপ এগিয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) পাস হওয়া এ প্রস্তাবের মাধ্যমে আইরিশ আইনপ্রণেতারা ইসরায়েলকে ‘অপরাধমূলক শাসনব্যবস্থা’ হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানিয়ে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞার আরোপের প্রস্তাবে ইসরায়েলের সঙ্গে সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র লেনদেন স্থগিত করার পাশাপাশি, তেল আবিবে অস্ত্রবাহী বিমানের চলাচল বন্ধ করার এবং আয়ারল্যান্ডের আকাশসীমা ও বিমানবন্দর ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া গাজায় ইসরায়েলের হামলার পর একদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠছে। অন্যদিকে গণহত্যারও অভিযোগ রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এ পদক্ষেপটি নেয়া হয়েছে যখন গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণের পর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংগঠনগুলো তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলছে। এদিকে আয়ারল্যান্ডের এ পদক্ষেপটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতির বিপরীতে হওয়ায় এর গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলকে তার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে ধরে রেখেছে। যার বাণিজ্যের পরিমাণ গত বছর প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক সদস্য দেশই ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিষয়ক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, তবে তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে রাজি হয়নি। এ প্রেক্ষিতে, আয়ারল্যান্ড একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য একটি স্বাধীন অবস্থান নিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাড়া ফেলতে পারে। আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল মার্টিন সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, যে তার দেশ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগের মামলায় সহযোগিতা প্রদান করবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯মি.

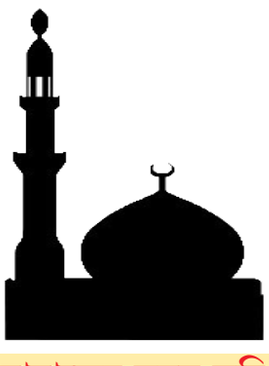

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৪	৫.৪৭
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৮	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় সাত শিশুসহ নিহত ২৩

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের জবেইল জেলার আলমাতে হামলা চালিয়ে সাত শিশুসহ অন্তত ২৩ জনকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। লেবানিজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে রোববার (১০ নভেম্বর) এই খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, রোববার ইসরায়েলি হামলায় রাজধানী বৈরুতের উত্তরে আলমাত গ্রামে ২৩ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত সাতজন শিশু রয়েছে।

এর আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, রোববার দিনব্যাপী হামলায় অন্তত ১২ জন প্রাণ হারিয়েছে।

হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে মধ্যস্থতা থেকে সরে এলো কাতার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। টানা ১৩ মাসেরও বেশি সময় ধরে চালানো এই হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৪৩ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। বর্বর এই আগ্রাসনের জেরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে ক্ষোভ। এমনকি বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের নানামুখী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মেলেনি যুদ্ধবিরতির দেখা। এমন অবস্থায় হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেদের ভূমিকা স্থগিত করেছে কাতার। একইসঙ্গে কখন তারা এই ভূমিকায় কাজ করবে সেটিও জানিয়ে দিয়েছে দেশটি। রোববার (১০ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি মুক্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাতার তার কাজ স্থগিত করেছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

দেশটি বলেছে, হামাস এবং ইসরায়েল আলোচনার জন্য যখন “তাদের আন্তরিক ইচ্ছা দেখাবে” তখন তারা তাদের কাজ পুনরায় শুরু করবেন। বিবিসি বলছে, ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র এই গোষ্ঠীটি যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময় চুক্তির সর্বসাম্প্রতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর দোহায় হামাসের উপস্থিতি আর গ্রহণযোগ্য নয় বলে মার্কিন কর্মকর্তাদের কথিত বক্তব্যের পর এই খবর সামনে এলো।

ইয়েমেনে সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, সৌদির ২ সেনা কর্মকর্তা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের সেনাবাহিনীর এক সৈন্যের গুলিতে সৌদি আরবের দুই সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৮ নভেম্বর) রাতে রাজধানী সানা থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরের শহর সিয়ুনে এই ঘটনা ঘটে।

সৌদির নেতৃত্বাধীন ওই ঘাঁটিতে সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল, তখন ওই ইয়েমেনি সেনা প্রকাশ্যে গুলি ছোড়েন। তার গুলিতে নিহত ও আহতদের সৌদি আরবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) জানিয়েছে, হামলাকারী ব্যক্তির ইয়েমেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবে এই হামলা তিনি নিজে থেকেই করেছেন, এটি ইয়েমেনের মন্ত্রণালয়ের মূল মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে না। হামলায় আহত কর্মকর্তা এবং নিহতদের মরদেহ ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে নেয়া হয়েছে।

আল-মালিকি বলেন, ইয়েমেনের মন্ত্রণালয়ের বেশিরভাগ সদস্য জোটের বৈধতা রক্ষার প্রচেষ্টাকে সম্মান করেন এবং ইয়েমেনের মানুষের দুঃখ লাঘবে সৌদি আরবের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, ইসলামি প্রতিরোধগোষ্ঠী হুতিদের দমনে ইয়েমেনে সেনা পাঠিয়েছে সৌদি আরব। এছাড়া দেশটিতে ব্যাপক বিমান হামলাও চালিয়েছে তারা। তবে গত এক বছর ধরে সৌদি ও হুতি বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে। এই সময়ের মধ্যে হুতিরা লোহিত সাগরে চলাচলরত ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট অসংখ্য জাহাজে হামলা চালিয়েছে।

দোহায় হামাসের কার্যালয় বন্ধের খবরগুলো সঠিক নয়: কাতার

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা থেকে আপাতত সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার। তবে দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ইসরায়েল ও হামাস ‘আন্তরিকতা দেখালে’ তারা আবারও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ফিরতে রাজি আছে। এ ছাড়া দোহা থেকে হামাসের কার্যালয় তুলে দেওয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছে কাতার। এক বিবৃতিতে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ‘(গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে) একটি চুক্তির বিষয়ে শেষবার প্রচেষ্টা চালানোর ১০ দিন আগে সব পক্ষকে অবহিত করা হয়েছিল, ওই দফায় চুক্তির বিষয়ে সম্মত না হতে পারলে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেবে কাতার।’ সেখানে আরো বলা হয়েছে, ‘(হামাস-ইসরায়েল) উভয় পক্ষ নির্মম যুদ্ধের অবসান ঘটানোর বিষয়ে সদিচ্ছা ও গুরুত্ব দেখালে কাতার ওই ((মধ্যস্থতার) প্রচেষ্টা আবারও শুরু করবে।’ এক যুগ আগে ২০১২ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রশাসনের অনুরোধে রাজধানী দোহাতে হামাসকে রাজনৈতিক কার্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিল কাতার। শনিবার বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়, গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে চুক্তিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে দোহায় সশস্ত্র গোষ্ঠীটির রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে কাতার।

প্রথম নজর

আবাসের নাম যাচাইয়ে দুয়ারে জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবনে আবাস যোজনার সঠিক নামের তালিকা সরজমিনে জেলাশাসক নিজে খতিয়ে দেখলেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে।

উপভোক্তাদের নামের তালিকা দেখে ঘর বাড়ি চিহ্নিত করলেন স্বয়ং জেলাশাসক। রাজ্যের একাধিক জেলায় যখন আবাস যোজনার নামের তালিকা দিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে, কখনো বিরোধীরা আবার কখনো সাধারণ গ্রামবাসীরা সরব হচ্ছেন, সেই সময় নজির গড়লেন এই জেলা শাসক। এই দুর্নীতি ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রতিটা জেলার জেলাশাস , মহকুমা শাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন সঠিক উপভোক্তা যেন আবাস যোজনা ঘর থেকে বঞ্চিত না হয়। এবার খোদ উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরৎ কুমার দ্বিবেদী, সন্দেশখালি ১, নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা রবিবার বেরমজুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চুঁচুড়া ,খাসদহ সহ একাধিক গ্রামে কখনো টোটো অথবা অটো চড়ে ,আবার কখনো পায়ে হেঁটে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রামবাসীদের সাথে কথা বললেন। ২০১৮ সালের আবাস যোজনা নামের তালিকা নিয়ে জেলাশাসক পৌঁছে গেলেন ঘরের দুয়ারে। বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বললেন জেলা শাসক।কখনো মহিলা কখনো আবার পুরুষ তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করলেন এবং আশ্বাস দিলেন সঠিক উপভোক্তা যারা হবেন তারা আবাস যোজনার ঘর পাবেন। তার জন্যই রবিবার আমাদের এই জেলায় ভিজিট। গ্রামবাসীদের কথা দিলেন ২০১৮ সালের সঠিক নামের তালিকায় অনুযায়ী উপযুক্ত ঘর পাওয়ার যোগ্য যারা তারাই আবাস যোজনা ঘর পাবেন ,অযোগ্যদের নামের তালিকা কাটা যাবে। এবার যে রাজ্য সরকার আবাস যোজনার নিয়ে কোন দুর্নীতি অভিযোগ শুনবে না তোমার রবিবার এই জেলা শাসকের সরজমিনে নামের তালিকা খতিয়ে দেখার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হল।

রাজ্যের আনএডেড মাদ্রাসাগুলি এবার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা হতে যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘদিনের টানা পড়েন ও অবসান ঘটিয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে অনুমোদন পেতে চলেছে ৬৮০টি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান। গত ৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত মেমো নম্বর-3633-MD/O/2M-09/2024(MD-15018/1/2014) অনুয়ায়ী রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলো অনুমোদনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষার দপ্তরের সচিবের পক্ষ থেকে। যথারীতি সেই নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সচিবকে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত করা হয়েছে রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর আবিদ হোসেনকে। উল্লেখ্য ২০২৩ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত মাদ্রাসা আনঅ্যাডেড হিসেবে অনুমোদনের জন্য সরকারি পর্যায়ে ইন্সপেকশন হয়েছিল তার তালিকার পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তিন দফায় আরো বেশ কিছু মাদ্রাসা পরিদর্শনের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ ২০২৪ তারিখে মেমো নম্বর-305-ME -তে ১৩১-টি,১২-ই মার্চ ২০২৪ এর মেমো নম্বর-326-ME অনুযায়ী ৫৮-টি এবং ১৫-ই মার্চ ২০২৪ এর মেমো নম্বর -349-ME- তে ১০৩ টি, মোট তিন দফায় মাদ্রাসা-২৯২টি মাদ্রাসা পরিদর্শনের জন্য ডাইরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন বিভিন্ন জেলার সংখ্যালঘু বিষয়ক আধিকারিকদের নিকট নির্দেশিকা প্রকাশ করেন । কিন্তু ঠিক তার কয়েকদিন পরই লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার কারণে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (MCC) চালু হয়ে যায়, যার কারণে প্রায় চার মাস প্রশাসনিক পর্যায়ে ওই সমস্ত মাদ্রাসার পরিদর্শন বন্ধ রাখতে হয়, তারপর জেলা আধিকারিক এর নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে নির্দেশ পাঠানো হয় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভেরিফিকেশনের জন্য। কিন্তু, নির্বাচন পরবর্তী প্রায় এক মাস যাবত বেশিরভাগ ব্লকের আধিকারিকগণ সেই নির্দেশিকা পালনের যথাযথ ভূমিকা পালন না করায় যথাসময়ে জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরে এবং জেলা সংখ্যালঘু দপ্তর মারফত ডাইরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন এর দপ্তরে ভেরিফিকেশন রিপোর্ট জমা করতে দেরি হয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন জেলার সংখ্যালঘু অধিকর্তার পক্ষ থেকে একাধিকবার বিভিন্ন ব্লকে রিমাইন্ডার লেটার প্রদান করা হয় । যদিও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর পর্যায়ে শুরু হয়েছিল বলে দাবি করেন অনুমোদন প্রার্থী বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, শিক্ষা দরদী সাধারণ মানুষ, অবিভাবক বৃন্দ থেকে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ। তাদের বক্তব্য নির্বাচনের জন্য প্রায় চার মাস সময় কাজ বন্ধ ছিল , তারপরে ভেরিফিকেশনের কাজ শুরু হলেও তার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর এবং তারপরেই শুরু হল বাঙালির সার্বজনীন দুর্গোৎসব। যার কারণে সমস্ত অফিসিয়াল কাজ প্রায় ১-মাস বন্ধ থাকায় তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও বহু প্রতিষ্ঠান এখনো ভেরিফিকেশন করা হয়নি, বিশেষ করে রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ, মালদা ,উত্তর দিনাজপুর ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বৃহত্তর সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের নাম ভেরিফিকেশন তালিকায় থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত ভেরিফিকেশন হয়নি। আর যতগুলো মাদ্রাসা ভেরিফিকেশন হয়েছে তাদের অনেকের ভেরিফিকেশন রিপোর্ট হয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে জমা পড়ে আছে অন্যথায় জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরে জমা পড়ে আছে। অবশ্য প্রতিটা জেলা থেকেই ভেরিফিকেশন করা কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম রিপোর্টসহ ডাইরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশনের দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল । এমতাবস্থায় তাদের দাবি যথা শীঘ্রই বাকি থাকা তালিকাভুক্ত মাদ্রাসাগুলিকে ভেরিফিকেশন করে এবং ভেরিফিকেশন হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরের মাধ্যমে ডাইরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন এর দপ্তরে পাঠানো উচিত বলে তারা মনে করছেন। এ বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এম,এস,কে-স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ফিরোজ উদ্দিন বলেন, রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ।

জি আর পি-র হাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কা জি আর পি'র হাতে গ্রেফতার আগ্নেয়াস্ত্র প্রধান পাচারকরি কংগ্রেসের মেম্বার। যদিও পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম আব্দুল রশিদ (৩২) তার বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। শনিবার রাতে নিজেস্ব বাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ফরাক্কার নিউ ফরাক্কার জি আর পি। ধৃত কে রবিবার সকলে সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়। উল্লেখ গত মাসে ২৭ তারিখ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফরাক্কার নিউ ফরাক্কা স্টেশন চত্তর থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, চারটি ম্যাগজিন সহ তৌসিফ আলী (২৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল ফরাক্কার নিউ ফরাক্কার জি আর পি। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারে আব্দুল রশিদ তৌসিফ আলীর মাধ্যমে বিহারের পাটনার আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের আগেই ফরাক্কার জি আর পি'র হাতে গ্রেফতার হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে অস্ত্রের আঘাতে আহত তিন

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সালার থানার অন্তর্গত কাজিপাড়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হল তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে ।আহতদের নাম সাজিদ শেখ, কুরবান সেখ, মায়া খাতুন। জানা গিয়েছে, ৭বিঘা জমি নিয়ে সাজিদ সেখ তার কাকার ছেলে জালমগীর সেখ, আলমগীর সেখের সঙ্গে বচসা তৈরি হয়। আর সেই বচসার জেরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা হয়। ঘটনার জেরে সাজিদ সেখ, কুরবান সেখ ও মায়া খাতুন আক্রমণের জেরেই এই তিনজন আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে প্রথমে সালার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সালার থানার পুলিশ।

বাপের বাড়ি থেকে স্ত্রী না আসায় আত্মহত্যা স্বামীর

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার জয়কৃষ্ণপুর এলাকায় স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে না আসায় গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন স্বামী। পরিবার সূত্রে জানা যায় গত পাঁচ মাস হয়েছে বিয়ে হওয়ায় তার পর চার মাস ভালোই চলছিল সংসার হঠাৎ এক মাস থেকে শুরু হয় অশান্তি স্বামী স্ত্রীর মধ্য,ঘটনায় স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে যায় তার পর একাধিক বার স্ত্রীকে নিয়ে আসতে গেলে বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেয় জামাইকে ।

ঘটনার পর থেকে স্ত্রীর শোকে দিশেহারা হয়ে পড়ে স্বামী। তার পর রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।পরিবারের সদস্যরা ডাকা ডাকি করলেও কোনো উত্তর না মেলাই দরোজা ভেংগে ঘরে ঢুকে দেখে যেই ঝুলছে।

তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম শাহানুর হক বয়স ২৭ বাড়ি জয়কৃষ্ণ পুর এলাকায়।মৃত্যুর ঘটনায় কান্নায় ভেংগে পড়ে পরিবারের সদস্যরা।মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবিতে জানায় পরিবারের সদস্যরা,পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করেন।

হাড়োয়ায় তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচনে এবার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন প্রয়াত সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের ছেলে শেখ রবিউল ইসলাম। তাঁর সমর্থনে হাড়োয়ার ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত গোপালপুর -১ রবিবাসরীয় প্রচার সারলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়িকা তথা অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ হাড়োয়ার গোপালপুরে আসেন তিনি।

তারপর হুটখোলা গাড়িতে করেই হাড়োয়ার গোপালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা তৃণমূলের প্রার্থীর হয়ে ভোট ভিক্ষা করেন। কখনো হাত নেড়ে মানুষকে অভিনন্দন জানান, আবার কখনোবা মানুষের সঙ্গে কথা বলে ভোট চান। তাকে দেখতে ভিড় জমান এলাকার বহু মানুষ রাস্তার দুইপাশে জনজোয়ার। সাথে ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী তথা হাড়োয়ার উপনির্বাচনের কনভেনার সুজিত বোস। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভার বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব সহ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিক আহমেদ মাদার। ব্লক সভাপতি শফিক আহমেদ বলেন, এই কয়েকদিন ধরে ই আমরা হাড়োয়ার বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবিউল ইসলামের সমর্থনে প্রচার করছি। মানুষ দুই হাত ধরে আশীর্বাদ করছেন, যেমন আমরা দেখেছি হাজী নুরুল ইসলামের বেলায়। শুধু সময়ের অপেক্ষা দেড় লক্ষ ভোটের ব্যবধানে হাড়োয়া থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করবে। বিরোধীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, বিরোধীদের কাছে মানুষ নেই, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রয়েছে উন্নয়নের সাথে রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সালাউদ্দিন ঘরামি বলেন, মানুষ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারে তাহলে খেল আপনারা দেখতে পাবেন, মানুষ কাজের পক্ষে আছে আর কাদের পক্ষে নেই সেটাও প্রমাণ হবে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ মানুষকে নিজের ভোট নিজে দিতে দিন। দেখবেন হারোয়ার উপনির্বাচনের ফল কি হয়। অভিনেত্রী এনে মানুষের মন জয় করা যাবে না। মানুষ এবার কিসে ভোট দেবে নিজেই ঠিক করে রেখেছে।

দেগঙ্গায় রক্ত দান ও বস্ত্র দান

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রবিবাসরীয়তে দেগঙ্গা ব্লকের সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনন্তপুর অগ্রদূত সংঘের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান,চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ জন রক্তদান করেন।চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। অসহায় এবং দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা দেওয়া হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,জেলা পরিষদের সদস্য ঊষা দাস,স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি রিংকু সাহাজি,বাকিবিল্লাহ,ঊষা দাস,জামশেদ আলী,ঝন্টু দাস সহ আরো অনেকে।

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রদর্শনী স্কুলে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা আল হাবিব এক্যাডেমিতে ১৪তম বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় রবিবার। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচনা হয় এই অনুষ্ঠানের, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সাথে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে। কবিতা আবৃত্তি, বাংলা-ইংরেজি বক্তব্য, শিক্ষামূলক নাটক, এবং আরও অনেক কর্মসূচি অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল। উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ সামাউন, জেলা পরিষদ সদস্য আবদুর রহিম, হরে কৃষ্ণা, মোহাম্মদ সাতিমসহ প্রমুখ।

পাক্ষিক পত্রিকা সমিতির বিজয়া সম্মিলনী

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল সেমিনার হলে রবিবার বেঙ্গল পাক্ষিক পত্রিকা সমিতি বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ, প্রধান অতিথি ড. সর্বজিত যশ, সম্মানীয় অতিথি সমাজসেবী তথা বর্ধমান টাউন স্কুল এর প্রাক্তনী সম্পাদক বিশ্বজিৎ মল্লিক,ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুজিত চৌধুরী, সভাপতি ড. তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়, শিক্ষানুরাগী ও সঙ্গীত শিল্পী সুস্মিতা গুহ, কার্যকরী সভাপতি শুভাশীষ সিংহ সহ সভাপতি মোল্লা সফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ শীল, ছাড়া ধনঞ্জয় ব্যানার্জি, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মইনুদ্দিন প্রমুখ।

মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সেমিনার ইরান সোসাইটিতে

আপনজন: ভারতীয় মুসলিমদের রাজনেতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে 'শিখওয়া-এ হিন্দ' নামে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন মুজিবুর রহমান। সেই বইয়ের উপর এবং দেশের মুসলিমদের বাস্তব পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে আজ সোমবার কলকাতার কিড স্ট্রিটের ইরান সোসাইটি অডিটোরিয়ামে। ইনসাফ নিউজ অনলাইনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে 'শিখওয়া-এ হিন্দ'-এর লেখক অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স কলকাতার অধ্যাপক মইদুল ইসলাম, হাশিম আবদুল হালিম ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি ডা. ফুয়াদ হালিম প্রমুখ। সমগ্র সেমিনারটি সঞ্চালনা করবেন ইনসাফ নিউজ অনলাইনের কর্ণধার সাংবাদিক নুরুল্লাহ জাভেদ। সেমিনার

প্রসঙ্গে আহ্বায়ক নুরুল্লাহ জানান, আজ সন্ধ্যা ৫.৪৫ মিনিটে ইরান সোসাইটির ড. এম ইশহাক হলে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে। এই সেমিনারে সম্প্রদায়প্রীতি মানুষজনকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরও জানান, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা সহ 'শিখওয়া-এ হিন্দ' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভারতীয় মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হবে।

আধুনিক ও ইসলামি শিক্ষা দানে এগিয়ে চলেছে জান্নাতুল মিশন

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকের সাহাবাজপুর ছারকাটোলায় সম্পূর্ণ ইসলামিক ভাবাদর্শে, আধুনিক ও ইসলামিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিশু শিক্ষার এক সেরা প্রতিষ্ঠান জান্নাতুল আযহার ইসলামিক মিশন। এটি একটি বেসরকারি নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং হিফয বিভাগ পর্যন্ত একটি আদর্শ আধুনিক, ইসলামিক ও কোরআন হিফয এর নির্ভরযোগ্য সেবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আধুনিক ও ইসলামিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষাদান দেওয়া। এছাড়াও পাশাপাশি ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান এবং আরবি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দাঁড়া পাঠদান, শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে কুরআন ও হাদিস পড়ানো, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা। এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকে সিসিটিভির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখাশোনা ও সুরক্ষা বজায় রাখা। এছাড়াও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশেষত্ব, যে কোন এলাকার মোড়ল ও সরদারের অধীনে থাকা দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের প্রথম ১০ জনকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পড়ানো হবে। সমস্ত বিষয়ে আবাসিক অনাবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা, দূরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা, ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পৃথক আবাসিক, দূরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডে আবাসিকের (সকালে কোচিং, খাবার ও স্কুল) ব্যবস্থা ছাড়াও বহু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। জান্নাতুল আযহার ইসলামিক মিশনের সম্পাদক মুহাম্মদ আবু তাহের বলেন, আমরা সকলেই জানি যে মহান সৃষ্টিকর্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। পৃথিবীতে তাকে সুখী করার জন্য জীবন বিধান পাঠিয়েছেন। তাতে রয়েছে নানামুখী রীতিনীতি আইন-কানুন। সেই বিধানে মানুষের জন্য হল প্রথম ফরজ জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করা। পবিত্র কোরআনের প্রথম অবতীর্ণ কৃত আদেশ ইকরা অর্থাৎ পড়। আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, এই মিশনে আপনাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানরা পাবে বাংলা, ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, হিন্দি ও উর্দু বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোরান, দোয়া, নামাজ শিক্ষা ও হেফজুল কোরআনের শিক্ষা। যার সাহায্যে তারা হবে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান। তবে বর্তমানে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা আখেরাতের শিক্ষা হতে বঞ্চিত রয়েছে। অতএব আপনাদের ছেলেমেয়েদের দুনিয়া ও আখেরাতের সঠিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে জান্নাতুল আজহার ইসলামিক মিশন সামাজিক নৈতিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধের এবং দেশের সুনাগরিক গড়ে তোলা।

হাড়োয়ায় আইএসএফ প্রার্থীকে জেতানোর আহ্বান নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বিধানসভার মধ্যে জনগণের কণ্ঠকে জোরদার করতে হাড়োয়া বিধানসভা নির্বাচনের উপনির্বাচনে আইএসএফ প্রার্থীকে জয়ী করুন। তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিধায়করা মানুষের রুজিরুটি নিয়ে আলোচনা করেন না। শুধু খবরের শিরোনামে থাকার জন্য নকল যুদ্ধ করেন। আজ উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়ায় এক বিশাল মিছিলের শেষে অনুষ্ঠিত জনসভায় একথা বলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

মল্লিকপুর মোড় থেকে হাড়োয়া এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক পর্যন্ত এই মিছিল পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে নওসাদ সিদ্দিকী ছাড়াও সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী সহ বাম-আইএসএফ নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। জনসভায় আইএসএফ চেয়ারম্যান আরো বলেন, বিজেপি'র ভয় দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আবার ভোটের ময়দানে নেমেছে। এই ভাঁওতাবাজী আর চলবে না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বিজেপি'র সহযোগিতায় তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী প্রতীক পেয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আঁতাত করে চলে। সুতরাং এই দুই দলকেই পরাস্ত করতে হবে। তিনি বলেন, আজ তিন মাস হয়ে গেল, তিলোত্তমার পরিবার ন্যায় বিচার পেল না। কিন্তু মানুষকে রাস্তায় থাকতে হবে যতক্ষণ না ইনসাফ পাওয়া যায়। সেইজন্যও বিধানসভায় জনগণের কণ্ঠকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, বিধানসভায় সংযুক্ত মোর্চার বিধায়ক হিসেবে তিনি খেটে খাওয়া মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হন। তাকে আরো জোরদার করার জন্য তিনি হাড়োয়া কেন্দ্রের প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামকে জয়ী করার আহ্বান জানান। সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই উপনির্বাচনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন ও বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য ডাক দেন।

আজকের এই সভায় অন্যদের মধ্যে ভাষণ দেন সিপিআইএমের স্থানীয় নেতা ইমতিয়াজ হোসেন, আইএসএফ নেতা আবদুল মালেক মোল্লা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা আহমদ আলি খান, আইএসএফের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সভাপতি তাপস ব্যানার্জি, রাজ্য কমিটির সদস্য সাহাবুদ্দিন সিরাজী, কুতুবুদ্দিন ফাতেহি, রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য সাওন দাস, মুসা কারেমুল্লা, অধ্যাপক প্রসেনজিত বসু প্রমুখ।

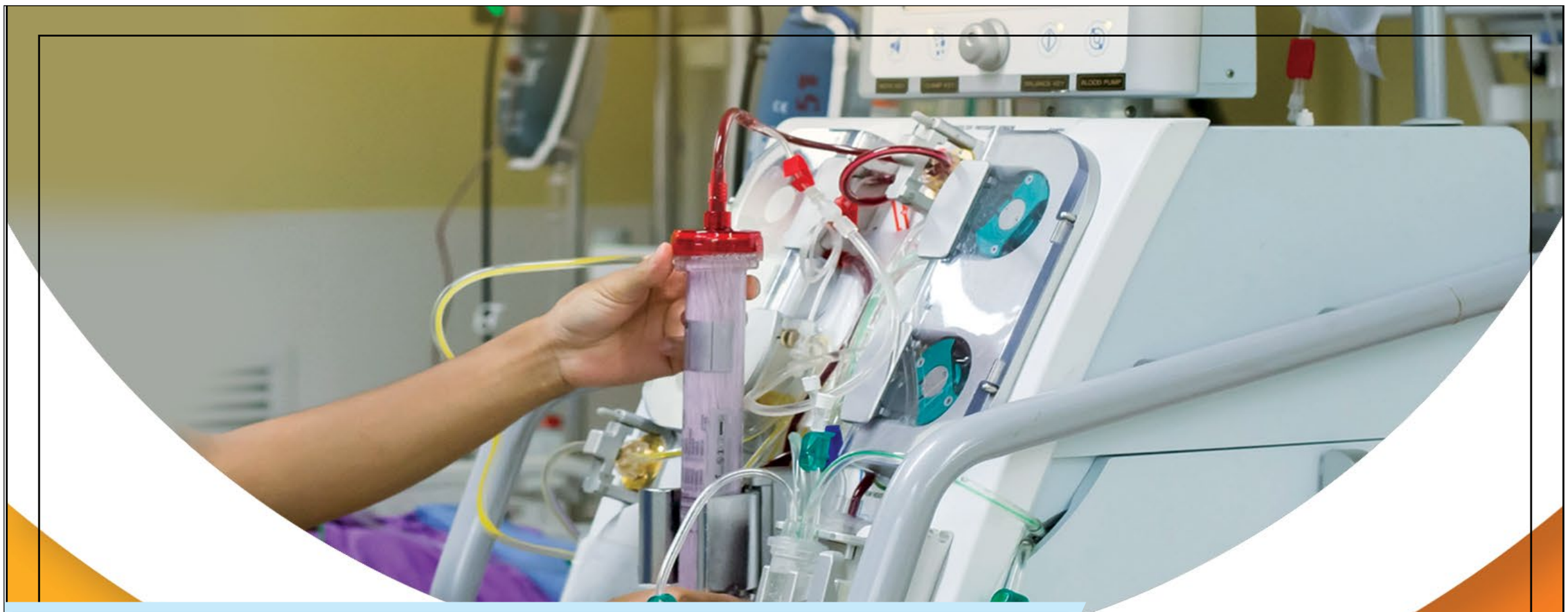

আগে চাকরি পরে ডিগ্রী

100% JOB PLACEMENT

ভর্তি চলছে

মেয়াদ

২ বছর

৩ মাস অনলাইন
+
২১ মাস হসপিটাল

ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনলোজি (DDT)

CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
+
enpidia
powered by nephroplus
Dialysis Training Academy
=
Powered by
nephroplus
dialysis made easy

৪র্থ মাস থেকেই আয়ের সুবিধা

ভর্তির জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি

কোর্স ফি:
65,000/-

CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
PARK CIRCUS | KOLKATA

Contact :
81000 57613 / 98042 81628

মেসির গোলের পরও ইন্টার মায়ামির বিদায়

আপনজন ডেস্ক: ইন্টার মায়ামি ২-৩ আটলান্টা ইউনাইটেড আগের ২ ম্যাচে গোল পাননি। পেলেন এ ম্যাচে। সেই গোলে সমতাও ফিরিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। কিন্তু লিওনেল মেসির সেই গোলের ১১ মিনিট পরেই আবার এগিয়ে যায় আটলান্টা ইউনাইটেড। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রেখে ম্যাচটা জিতে নিল আটলান্টাই। নিজেদের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলের হারে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে-অফ পর্বের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায়ঘণ্টাও বেজে গেল মেসি-সুয়ারেজ-বুসকেতসদের মায়ামির। আটলান্টা পৌঁছে গেল ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে। অথচ প্লে-অফ পর্বের প্রথম ম্যাচে এই আটলান্টার বিপক্ষেই ২-১ গোলে জেতায় সেমিফাইনালে ওঠার দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। ২ নভেম্বর জিতলেই এক ম্যাচ বাকি রেখে ইস্টার্ন কনফারেন্স থেকে শেষ চারে পৌঁছে যেত দলটি। কিন্তু সেদিন শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ দিকে এলোমেলো ফুটবল খেলে মায়ামি ম্যাচ হারে ২-১ ব্যবধানে।
ফলে আজকের ম্যাচটা 'অঘোষিত কোয়ার্টার ফাইনালে' রূপ নেয়। এ ম্যাচেও শুরুটা দারুণ হয়েছিল মায়ামির। কিন্তু শেষটা ভালো হলো না। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল আটলান্টা। এর মধ্য দিয়ে ক্লাব ফুটবলে মেসির মৌসুমও শেষ হয়ে গেল। আজ ম্যাচের ১৭ মিনিটে মাতিয়াস রোহাসের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। কিন্তু চেজ স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে যাওয়া ২০ হাজার দর্শকের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ১৯ থেকে ২১—এই ৩ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে মায়ামিকে স্তব্ধ করে দেন আটলান্টার সেনেগালিজ স্ট্রাইকার জামাল থিয়ারে। ২৭ মিনিটে লুইস সুয়ারেজের পাস থেকে আটলান্টার জালে বল জড়িয়েছিলেন মায়ামির প্যারাগুইয়ান মিডফিল্ডার দিয়েগো গোমেজ। কিন্তু ভিএআর যাচাইয়ের অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়। এতে ২-১ গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় মায়ামিকে। ম্যাচে ফিরতে মরিয়া মায়ামি কোচ জেরার্ড মার্তিনো দ্বিতীয়ার্ধে একসঙ্গে তিনটি বদল আনেন। তাতে দলটির খেলায় গতি বাড়ে। এর ফলও আসে দ্রুতই। ৬৫ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে মার্সেলো ভাইগান্টের দুর্দান্ত ক্রসে লাফিয়ে উঠে বলে মাথা ছুঁয়ে গোল করেন মেসি। মায়ামি ২-২ আটলান্টা। মেসির সমতাসূচক সেই গোলের পর বল কেড়ে নেওয়া নিয়ে সুয়ারেজ, রোহাস ও জর্দি আলবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন আটলান্টা গোলকিপার ব্র্যাড গুজান। এ ঘটনায় খেলা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। এরপর ৭৬ মিনিটে বারতোজ সিলৎসের গোলটা মায়ামিকে একেবারেই স্তব্ধ করে দেয়। মায়ামিকে বিদায় করে সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দ আটলান্টার ফুটবলারদের মায়ামিকে বিদায় করে সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দ আটলান্টার ফুটবলারদেরএমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে আটলান্টা প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ইন্টার মায়ামির রাজ্য (ফ্লোরিডা) প্রতিদ্বন্দ্বী অরল্যান্ডো সিটিকে।

চোটের কবলে রিয়াল মাদ্রিদ, লিগামেন্ট ছিঁড়ে মৌসুম শেষ মিলিতাওয়ের

আপনজন ডেস্ক: এল ক্লাসিকোয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর চ্যাম্পিয়নস লিগে এসি মিলানের কাছে ৩-১ গোলে হার। দুটি ম্যাচই আবার হয়েছে নিজেদের ডেরা সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে।
এমন বাজে অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় কী? অবশ্যই জয়। লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ কাল কাজটা ভালোভাবেই করতে পেরেছে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের হ্যাটট্রিকে ওসাসুনাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল।
কিন্তু একটা জয় পেতে গিয়ে যদি চোটের কারণে তিন তিনজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে মাঠ ছাড়তে হয়, তাহলে সেই জয় স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তিতেই ফেলে দেয় বেশি। রিয়ালের ভাগ্যে হয়তো কাল এমন কিছুই লেখা ছিল। প্রথমার্ধেই চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে দলের দুই ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও, লুকাস ভাজকেজ ও উইঙ্গার রদ্রিগোকে। স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়া মিলিতাওয়ের তো ডান হাঁটুর লিগামেন্টই ছিঁড়ে গেছে। ব্রাজিলের এই ডিফেন্ডারকে শিগগিরই অস্ত্রোপচার করাতে হবে। এ মৌসুমে তাঁর আর মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই। গত মৌসুমের শুরুর দিকে একই ধরনের চোটে পড়েছিলেন মিলিতাও। সেবার ছিঁড়ে গিয়েছিল বাঁ হাঁটুর লিগামেন্ট। পুরোপুরি সেরে উঠে এ বছর মার্চে মাঠে ফিরে রিয়ালকে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগা শিরোপা জেতাতে অবদান রাখেন। কিন্তু এ মৌসুমের অর্ধেকটা পেরোনোর আগেই আবারও বাজে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। এক বিবৃতিতে রিয়াল জানিয়েছে, তাঁর ডান হাঁটুর লিগামেন্ট পুরোপুরি ছিঁড়ে গেছে। দুটি মেনিস্কিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগামীতে তাঁকে অস্ত্রোপচার করাতে হবে। সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, মিলিতাওকে ৯ মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে।
ভাজকেজের ফিরতে ফিরতে তিন সপ্তাহ ও রদ্রিগোর ১ মাস লেগে যাবে। এর আগে চোটের কারণে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার দানি কারভাহালেরও মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। ডেভিড আলাবার এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং অ্যাঞ্চেল মচকে যাওয়া অরেলিয়েঁ চুয়ামেনির ডিসেম্বরের আগে ফেরার সম্ভাবনা নেই। পায়ের মাংসপেশির চোট পড়া দলের প্রধান গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া সবে অনুশীলনে ফিরেছেন। পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত তাঁকে খেলানোরও ঝুঁকি নেবে না রিয়াল।

১২ ছক্কা ৪৬ চারে ৪২৬ রান, রেকর্ডে নাম লেখালেন যশবর্ধন

আপনজন ডেস্ক: ১২ ছক্কার সঙ্গে ৪৬টি চার, স্রেফ বাউন্ডারির সংখ্যাতেই ফিফটি করে ফেলেছেন তিনি। সব মিলে খেলেছেন ৪৬৩ বল, করেছেন কোয়াড্রপল সেঞ্চুরি—৪২৬ রান! মনে রাখার মতো এই ইনিংসটি খেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার যশবর্ধন দালাল। অনূর্ধ্ব-২৩ সিকে নাইডু ট্রফিতে গতকাল শনিবার মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ইনিংসটি খেলেন এই হরিয়ানা ওপেনার। সিকে নাইডু ট্রফি ভারতের বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে প্রথম শ্রেণির শীর্ষ প্রতিযোগিতা। টুর্নামেন্টের ৫১ বছরের ইতিহাসে যশবর্ধনের ৪২৮-ই প্রথম কোয়াড্রপল সেঞ্চুরির ঘটনা। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল গত মৌসুমে সৌরাষ্ট্রের বিপক্ষে উত্তর প্রদেশের ব্যাটসম্যান সামির রিজভীর ২৬৬ বলে ৩১২ রান। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়েছে, হরিয়ানার গুরুগ্রাম ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বড় জুটি গড়েন হরিয়ানার দুই ওপেনার। যশবর্ধন ও অর্শ রাঙ্গার উদ্বোধনী জুটিতে ওঠে ৪১০ রান, যেখানে রাঙ্গার অবদান ১৫১। ওই সময় ২৪৩ রানে অপরাজিত থাকা যশবর্ধন পরে ৩০০, ৩৫০ ছাড়িয়ে ৪০০ রানের মাইলফলকও টপকে যান। ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের বিকেলে যশবর্ধন মাঠ ছাড়েন ৪২৬ রানে অপরাজিত থেকে। হরিয়ানার রান দাঁড়ায় ৮ উইকেটে ৭৩২। যশবর্ধন এবারই প্রথম নন, এর আগে অনূর্ধ্ব-১৬ লিগে খেলার সময়ও বড় ইনিংস খেলে আলোড়ন তুলেছিলেন। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে হরিয়ানা ক্রিকেট একাডেমির হয়ে খেলেছিলেন ২৩৭ রানের ইনিংস, যে ম্যাচে তাঁর দল জিতেছিল ৩৬৮ রানের বড় ব্যবধানে।

২২ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের সিরিজ জয়

আপনজন ডেস্ক: সেই ২০০২ সালের জুনে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান। ২২ বছর পর আজ আবার পাকিস্তান দল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জিতল। পার্থে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সব সংস্করণ মিলিয়ে এটি পাকিস্তানের দ্বিতীয় সিরিজ জয়। টসে হেরে এই ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। ৪ পেসারের তোপে ৩১.৫ ওভারে ১৪০ রান তুলতেই গুটিয়ে যায় স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। আগের ম্যাচের রেকর্ড ভেঙে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটাই এখন তাদের দলীয় সর্বনিম্ন। যে ম্যাচের ফল সাইম ও আবদুল্লাহ শফিকের ৮৪ রানের উদ্বোধনী জুটিতেই নিশ্চিত হয়ে যায়। সাইম করেন ৪২ রান, শফিক ৩৭। ১ রানের মধ্যে দুই ওপেনার ফিরলেও ৫৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে পাকিস্তানকে জয়ের কাছে পৌঁছে দেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। এই সিরিজে পাকিস্তানের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে মেলবোর্নে মাত্র ২০৩ রানে অলআউট হওয়ার পরও একপর্যায়ে ফেবারিট ছিল পাকিস্তানই। ১৮৫ রানেই অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেট তুলে নিয়েছিল বোলাররা। আর দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র ১৬৩ রানেই অস্ট্রেলিয়াকে অলআউট করে দেন পাকিস্তানের পেসাররা। আজও ম্যাচ হয়েছে একতরফা। হ্যাঁ, দুই দলের শক্তিরও পার্থক্য আছে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আগের ঘোষণা অনুযায়ী স্টিভেন স্মিথ, মারনাস লাবুশেন, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউডদের বিশ্রাম দিয়েছে। যদিও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এই প্রথম সিরিজ খেলতে নামা পাকিস্তানও ছিল নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে পরীক্ষার অপেক্ষায়। পাকিস্তান এই সিরিজে খেলেছে ৪ জন বোলার নিয়ে। পঞ্চম বোলার হিসেবে কাজ চালানোর পরিকল্পনায় ছিলেন সাইম, সালমান আগারা। তবে তিন ম্যাচেই তাদের দ্বারস্থ খুব একটা হতে হয়নি। নতুন অধিনায়ক রিজওয়ানও খেলাটাকে ৫০ ওভারে নিয়ে যেতে চাননি। পেসারদের ধারাবাহিকভাবে বোলিং করিয়ে গেছেন। আজকের ম্যাচেও ৪ পেসার মিলেই বোলিং করেছেন ৩১.৫ ওভার। এই চার পেসারকে যেভাবে বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যবহার করেছেন সেটা ধারাভাষ্য কক্ষ থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশ্লেষকদের মন জুগিয়েছে। রউফই সিরিজের সেরা বোলার। ৩ ম্যাচে নিয়েছেন সর্বোচ্চ ১০ উইকেট। তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন অন্য পেসাররা—শাহিন আফ্রিদি নিয়েছেন ৮টি, নাসিম শাহ ৫টি, হাসনাইন ৩টি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই সিরিজে পাকিস্তানের পেসাররা উইকেট নিয়েছেন ২৬টি, যা পাকিস্তানের হয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে সর্বোচ্চ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে ৪০ উইকেটই নিয়েছিলেন পাকিস্তানের স্পিনাররা। এবার অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সব উইকেটই নিলেন পেসাররা। ব্যাটসম্যানেরাও নিজেদের কাজটা করেছেন ভালোমতোই। দুই ওপেনার সাইম (১২৫) ও শফিক (১১৩) ছিলেন ছন্দে। পুরো সিরিজে আর কোনো ব্যাটসম্যান এক শ রানের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। ব্যাটসম্যানদের প্রসঙ্গ এসেছে যখন, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের ভুলে যাওয়ার মতো রেকর্ডও উল্লেখ করতে হয়। সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটসম্যান ফিফটি করতে পারেননি। দলটির ওয়ানডে ইতিহাসে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজে এমন ঘটনা এটাই প্রথম। সিরিজে তাঁদের ব্যাটিং গড় ১৬.৮৮। ঘরের মাঠে এটিও তাদের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। বড় ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতিতে জশ ইংলিস, মার্কাস স্টয়নিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হতো। সেটা তাঁরা করতে পারেননি। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিতে নেমে ইংলিস করেছেন ৭ রান। স্টয়নিসের ব্যাট থেকে এসেছে ৮ রান। আর ম্যাক্সওয়েল মেরেছেন ডাক। এই সিরিজে হারিস রউফের ৯টি বল খেলেছেন ম্যাক্সওয়েল। আউট হয়েছেন ৩ বারই। আজ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন একজন পেসার—শন অ্যাবট। অ্যাবটের ৩০-এর সঙ্গে শেষের দিকের ব্যাটসম্যানের অবদানে ১৪০ করতে পেরেছে পেরেছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাবট সপ্তম উইকেট জুটিতে জাম্পার সঙ্গে ৩০ ও অষ্টম উইকেটে স্পেনসার জনসনের সঙ্গে ২২ রান যোগ করেন। আজ ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন আফ্রিদি ও নাসিম। রউফ নিয়েছেন ২টি, হাসনাইন ১টি। অভিষেক ম্যাচেই কুপার কনোলি ফিরেছেন রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
অস্ট্রেলিয়া: ৩১.৫ ওভারে ১৪০/৯(অ্যাবট ৩০, শর্ট ২২, জাম্পা ১৩; আফ্রিদি ৩/৩২, নাসিম ৩/৫৪)
পাকিস্তান: ২৬.৫ ওভারেই ১৪৩/২(সাইম ৪২, শফিক ৩২, রিজওয়ান ৩০*; মরিস ২/২৪)
ফল: পাকিস্তান ৮ উইকেটে জয়ী
সিরিজ: পাকিস্তান ২-১ ব্যবধানে জয়ী

বাংলার মোড় মুক্তি সংঘের তিন দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান

মনজুর আলম ● জয়নগর

আপনজন: বাংলার মোড় মুক্তি সংঘের পরিচালনায় তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির, রবার বল প্রতিযোগিতা, ম্যাজিক শো ও গজল অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে শনিবার সকাল থেকে। জালে বল মেরে বল খেলার শুভ সূচনা করেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল ও মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য খান জিয়াউল হক ও ক্লাব সম্পাদক জাহাঙ্গীর লস্কর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের হোগলা বাংলার মোড় মুক্তি সংঘের এই অনুষ্ঠান ৩৫ বছর পদার্পণ করল। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এলাকার খুদে পড়ুয়ারা, রবিবার সকালে শুরু হয় রক্তদান শিবির। এদিনেই প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন। সোমবার চলবে ইসলামিক গজল অনুষ্ঠান তারপর ম্যাজিক শো এমনটাই জানিয়েছেন ক্লাব সম্পাদক জাহাঙ্গীর লস্কর।

ইস্টবেঙ্গলে ড্র করায় তাদের মনোবল বাড়াবে, মনে করছেন মহামেডান কোচ

আপনজন ডেস্ক: প্রথমে নন্দকুমার শেখর, তার ৩৬ সেকেন্ডের মধ্যে নাওরেম মহেশ সিং। ম্যাচ ৩০ মিনিট পেরনোর আগেই ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ায় তখন উল্লসিত মহামেডান স্পোর্টিং শিবির। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সাদা-কালো গ্যালারিতে দেদার শব্দবাজি ফাটছে। উল্টোদিকে লাল-হলুদ গ্যালারি চুপ। চলতি আইএসএল-এ টানা সপ্তম ম্যাচে হারের আশঙ্কায় ইস্টবেঙ্গল শিবির। কিন্তু ম্যাচ শেষে সাদা-কালো গ্যালারিতে হতাশা ও ক্ষোভ, লাল-হলুদ শিবিরে যেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ। ১০ মিনিট সংযোজিত সময় ধরে প্রায় ৭১ মিনিট ৯ জনের ইস্টবেঙ্গলকে পেয়েও হারাতে পারল না মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের মতোই হতাশ মহামেডান স্পোর্টিংয়ের প্রধান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ।
মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কোচ বললেন, 'ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আমরা জিততে চেয়েছিলাম। আমরা অনেক আক্রমণ করেছি, সুযোগ তৈরি করেছি। কিন্তু ম্যাচ জিততে গেলে গোল করতে হবে। আমরা সেটা করতে পারিনি। বিপক্ষ দল এরকম অবস্থায় থাকলে ম্যাচ অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে যায়। কারণ, ওরা একটা কর্নার বা একটা ফ্রি-কিক থেকে গোল করে দিলেই ম্যাচ জিতে যেতে পারত। ৯ জনের বিরুদ্ধে যে দল ১১ জনে খেলে, সবাই আশা করে তারা জিতবে। কিন্তু সবসময় সেটা হয় না।'
মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে কোচ বদলের রীতি বহু পুরনো। দল ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে না পারলেই কোচ বদল করেন কর্মকর্তারা। এবারও সেটা হতে পারে। শনিবার ম্যাচ শেষে কোচের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সমর্থকরা। কোচও বুঝতে পারছেন, দলের ব্যর্থতার দায় তাঁর উপর চাপতে চলেছে। এই কারণে ম্যাচ শেষে দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইলেন না।

স্মিথ-ওয়ার্নার-ব্যানক্রফটদের কেলেঙ্কারির যে খেসারত দিয়েছেন লায়নও

আপনজন ডেস্ক: ২০১৮ সালের সেই গ্রীষ্মের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটকে, তোলপাড় ফেলেছিল বিশ্ব ক্রিকেটেও। বছর ছয়েক আগে কেপটাউন টেস্টে সেই কুখ্যাত বল টেম্পারিং-কাণ্ডে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তখনকার অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ ও সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। ক্যামেরন ব্যানক্রফট নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ৯ মাসের জন্য। শুধু তা-ই নয়, দুই বছরের জন্য নেতৃত্বের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছিলেন স্মিথ। আর ওয়ার্নারের ভাগ্যে জুটেছিল আজীবন নেতৃত্বের নিষেধাজ্ঞা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বহুল আলোচিত সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন অফ স্পিনার নাথান লায়নও। বাকি তিন সতীর্থের মতো তিনি কোনো বিতর্কে না জড়ালেও সেই বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারির একটা খেসারত দিতে হয়েছিল তাঁকেও। সেই টেস্টে একটা মাইলফলক ছুঁয়েও এর স্মারকটা নিজের কাছে রাখতে পারেননি। কী সেই মাইলফলক? অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫৩০ টেস্ট উইকেটের মালিক অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম নিউজ কর্প-কে বলেছেন সেই গল্পটা, 'কাগিসো রাবাদাকে স্টাম্পড করে আমি টেস্টে আমার ৩০০তম উইকেট পেয়েছিলাম। কেপটাউন টেস্টের ঘটনা সেটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরপর আর সেই বলটা আমি চোখে দেখিনি। আসলে, আমার মনে হয়, ওই ম্যাচে যা কিছু ঘটেছে, এরপর আর কেউ আর সেই বল খুঁজেও দেখেনি।' কেপটাউনে প্রথম ইনিংসে ২টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন লায়ন। রাবাদার উইকেটটি ছিল প্রথম ইনিংসে তাঁর প্রথম উইকেট এবং টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ৩০০তম। যে বলে লায়ন সেই উইকেটটি নিয়েছিলেন, সেটি ছিল প্রথম ইনিংসের দ্বিতীয় নতুন বল। ব্যানক্রফট যে বলে শিরিষ কাগজ ঘষেছিলেন, সেটি নয়। তবে আইসিসির ম্যাচের সেই ঘটনা তদন্তে অন্য সবকিছুর সঙ্গে ওই বলটাও দুই বছর নিজেদের কাছে রেখে দেয়। পরে সেই বলটা খোঁজার অনেক চেষ্টা করেছেন লায়ন, এমনকি সাহায্য চেয়েছিলেন আইসিসির ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুনেরও। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন

বুনও। সেই ঘটনা বর্ণনা করে লায়ন জানালেন, 'আমি সেই ২০২০-২১ মৌসুমের কোভিড-গ্রীষ্মে টিম হোটেলের বারান্দায় তাঁকে পেয়ে অনুরোধ করলাম সেই বলটা খুঁজে দিতে। একজন ম্যাচ রেফারি হিসেবে তিনি আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন, এবং এটি খুঁজে বের করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এটি যেন নিখোঁজ হয়ে গেছে! জানি না এটা কোথায়। এরপর আর কোনো যোগাযোগ নেই। এই হচ্ছে ঘটনা।' ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সব মাইলফলকেরই কোনো না কোনো স্মারক নিজের কাছে রেখেছেন লায়ন। নিউজ কর্প-কে বলেছেন, 'আমার স্ত্রী দারুণ একটা কাজ করেছে, বাড়ির একটা দেয়ালে সে আমার সব মাইলফলক বল বা অর্জনের স্মারকগুলো সাজিয়ে রেখেছে, যা দেখতে দারুণ লাগে। এটি এমন কিছু, যা নিয়ে আমি গর্বিত এবং প্রতিদিন এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আমি কিছুটা অনুপ্রেরণাও পাই।' ক্যারিয়ারের প্রথম ৫ উইকেট, বিগ ব্যাশের প্রথম উইকেট, টেস্ট ক্যারিয়ারের ১০০, ২০০তম থেকে ৫০০তম উইকেটের বল, সবই তাঁর সংগ্রহে আছে, নেই শুধু সেই ৩০০তম উইকেট নেওয়ার বলটা। এই আক্ষেপের সঙ্গেই লায়ন আবার মজা করে বলেছেন, 'কিছু স্মারক অনেক আগের, আমি এগুলো নিয়ে গর্বিত। এখন আমার মেয়েরা বেশ বড় হয়েছে এবং প্রশ্ন করতে শিখেছে, এটা কিসের (বল), ওটা কিসের। যদিও আমার মনে হয়, ওরা লাল বলগুলোর চেয়ে গোলাপিগুলো নিয়েই বেশি উচ্ছ্বসিত। আমি এসবের জন্য কৃতজ্ঞ। হয়তো আমি যেকোনো একটা বল সেখানে রেখে দিতে পারতাম এবং বলতে পারতাম, এটাই ৩০০তম উইকেটের বল। কেউ জানত না। জানত? এখন জায়গাটা ফাঁকাই আছে।'

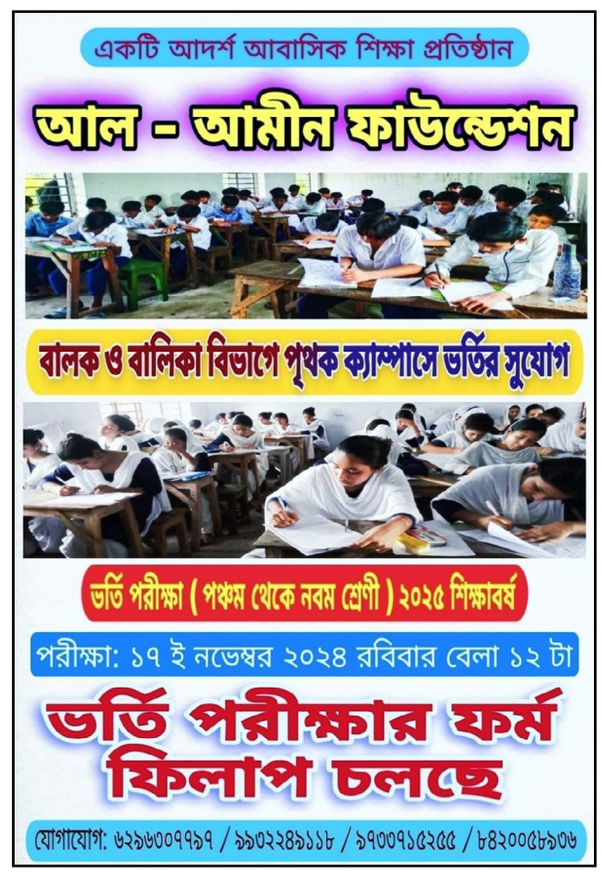

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**